জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বৈঠকে অভিষেক

জেলাওয়ারি বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তর দিনাজপুর ও বহরমপুর নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এর আগে আরও ৪টি জেলার সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন

বুধবার থেকে ফের বৃষ্টি

ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা। বুধবার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। দক্ষিণের জেলাতেও নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বুধবার থেকে ফের আবহাওয়ায় বদল দক্ষিণে

সিবিএসই-তে বই-খুলে পরীক্ষা দেবে এবার নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা

বাংলার শ্রমিকের পচাগলা দেহ উদ্ধার হল কেরল থেকে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮০ ● ১২ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 80 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 12 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

দিল্লির রাজপথে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদে উত্তাল তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। ডানদিকে পুলিশের মারে আহত সাংসদ মিতালি বাগের শুশ্রূষায় সায়নী ঘোষ।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মরুভূমি

মগজে যাদের মরুভূমি,
হৃদয়ে তাদের সাহারা।
মনের দরজায় কাকের কা-কা
চোখের দৃষ্টিতে রৌদ্র খা-খা।
কানের পর্দায় শুধু কালো ঝড়
মুখের ভাষায় 'খরা' করকর।
মাথার চুলে বারুদের আতঙ্ক
নাকের গর্জনে যেন শব্দাতঙ্ক।
আলো যাদের পিত্তের মতো
শরীরের ভাষা তিক্ত-রিক্ত।
মানুষের কথা তাদের স্পর্শ করে না,
কারণ স্বার্থপর দৈত্যরা মরুর হায়না।

কমিশনকে তৃণমূল

- ভোটার তালিকায় ইচ্ছামতো কারচুপি করার অপরাধে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে
- আগামী দিনের জন্য ভোটার তালিকা ডিজিটাইজেশন করা হোক
- এসআইআর এখন বন্ধ রাখা হোক। বিরোধী রাজনৈতিক দলের রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় আক্রমণ বন্ধ হোক। বর্তমান ভোটার তালিকা যদি ভুলে ভরা থাকে তাহলে এখনই কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগ করা উচিত
- কোনও রাজনৈতিক দল বিএলএ-২-র বিস্তারিত (প্রোফাইল, ঠিকানা বা ছবি) তথ্য কমিশনের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করবে না। এর ফলে খুব সহজেই তথ্য চলে যাবে বিজেপির হাতে

দিল্লি পুলিশের তাণ্ডব সাংসদরা জখম-আটক

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কমিশনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে উত্তাল হল রাজধানী দিল্লি। বিরোধী দলের সাংসদদের মিছিল আটকাতে নাজেহাল হল পুলিশ। বাছাই করে আক্রমণ করা হল তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের। কমিশনে নিয়ে যাওয়ার নাম করে সাংসদদের তুলে নিয়ে আটকে দেওয়া হয় থানাতে। সময় দিয়েও কমিশন-কর্তারা দেখা করার সাহস করলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, কমিশনের আসলে কোনও যুক্তি নেই। তাই সাংসদদের মুখোমুখি হতে ভয় পেল। মিথ্যাচার করে থানায় পাঠানো হল। ন্যক্কারজনক ভাবে মহিলা পুলিশ দিয়ে পুরুষ সাংসদদের আটকানো হয়। দিল্লি যখন উত্তাল, তখন বারবার কলকাতা থেকে নেতৃত্বের কাছে ফোনে খবর নিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর নেন অভিষেকও। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, ১১ অগাস্ট দিনটি দেশের রাজনীতির ইতিহাসে কালো দিন। কমিশন বিজেপির এজেন্টের মতো কাজ করছে। পুলিশ দিয়ে কমিশনে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এটা গণতন্ত্রের কালো দিন, সুপার ইমারজেন্সি।

পুলিশ ব্যারিকেড ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সুস্মিতা-মহুয়ার। ডানদিকে আটক হওয়ার পর ডেরেক ও'ব্রায়েন ও অখিলেশ যাদব।

সোমবার সকালে যথারীতি মুলতবি প্রস্তাব আনা হয় এসআইআর নিয়ে আলোচনা করার জন্য। দুই কক্ষেই তা বাতিল হওয়ার পর সাংসদরা (এরপর ৭ পাতায়)

ক্ষুদিরামকে কেন সিনেমায় অপমান প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাঙালি দেখলেই অপমান— পরিযায়ী শ্রমিক হোক বা মনীষী। কেউ বাদ নয়। বাদ যাননি বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুও। এটাই যেন বিজেপির অঘোষিত নিয়ম। শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর চরিত্রকে বিকৃত করে চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হল। এই ঘটনায় ফের একবার গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিন তাঁকে স্মরণ করে ভাষা-সন্ত্রাসীদের স্বরূপ তুলে ধরলেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষুদিরামের শহিদ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করেন বিখ্যাত গান— একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি/ হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী। লেখেন— বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। একটা কথা লিখি। সম্প্রতি একটি হিন্দি (এরপর ৭ পাতায়)

আরও ২ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

প্রতিবেদন : রাজ্যের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নয়া পালক। শালবনির পর এবার আরও দুটি ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির অনুমোদন দিল দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার নবান্নে একথা জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, নতুন দুটি কেন্দ্র তৈরি হবে পিপিপি মডেলে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শালবনির এই প্রকল্পকে পূর্ব ভারতের মধ্যে একমাত্র ও ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ৮০০ মেগাওয়াট করে দুটি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরিতে শিল্পগোষ্ঠী

জিন্দালরা বিনিয়োগ করেছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলায় শিল্পপতিদের জন্য এক নতুন গন্তব্য তৈরি হয়েছে। বিজিবিএস-এ ঘোষিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, (এরপর ৭ পাতায়)

জগন্নাথধামের পর দুর্গাঙ্গন

প্রতিবেদন : রাজ্যে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হবে দুর্গাঙ্গন। শহিদ দিবসের ধর্মতলার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন এ-কথা। এবার তা বাস্তবায়নের পথে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেল এই প্রকল্প। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, দুর্গাঙ্গন তৈরির জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হচ্ছে। ট্রাস্টের সদস্যদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে। এই প্রকল্পে সহযোগিতা করবে হিডকো ও পর্যটন দফতর। তবে কোথায় এই দুর্গাঙ্গন তৈরি হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। মন্ত্রী জানান, সব কিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর বাজেট নির্ধারণ করা হবে। অরূপ বিশ্বাসের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্যে দুর্গাঙ্গন হবে এবং সেটা হচ্ছেও। (এরপর ৭ পাতায়)

মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক সিদ্ধান্ত

- গ্রামীণ পরিষেবায় ৬০০০ নার্স ও ডাক্তার নিয়োগ
- বিভিন্ন দফতরে ৬২৭ জন কর্মী নিয়োগ
- মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা
- অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড পেঁয়াজ চাষ হবে রাজ্যে

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 August, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫৪
সুরেশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫৪) প্রয়াণদিবস। ছাত্রাবস্থাতেই বাঘাযতীনের প্রেরণায় বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর চুরি করা রিভলভার দিয়ে হাইকোর্টের কর্মচারী শামসুর আলমকে বিপ্লবীরা হত্যা করলে সুরেশের ১৬ মাস জেল হয়। সামান্য মূলধন নিয়ে শুরু করেন গৌরাঙ্গ প্রেস। ছোটবেলার বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের সাহায্যে প্রকাশ করেন আনন্দবাজার পত্রিকা। এরপর প্রকাশ করেন 'দেশ' পত্রিকা। বাংলা লাইনো টাইপ প্রবর্তন তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার জন্য একাধিকবার জেল খেটেছেন। অকৃতদার সুরেশচন্দ্র স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় অংশ নেন। ১৯৫২-তে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৮৭৭ হরিনাথ দে
(১৮৭৭-১৯১১) উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহে জন্মগ্রহণ করেন। বহুভাষাবিদ বাঙালি পণ্ডিত। এশিয়া ও ইউরোপের বহুসংখ্যক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৩০ বছর বয়সের আগেই বিশ্বের ৩৪টি ভাষা আয়ত্ত করেন। এবং বেঁচেওছিলেন ৩৪ বছর।

১৮৬৫
জোসেফ লিস্টার (১৮২৭-১৯১২) নামে এক ব্রিটিশ শল্য চিকিৎসক এদিন পথ দুর্ঘটনায় আহত এক বালকের ভাঙা পা সারিয়ে তোলার সময় প্রথম নর্দমা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার্য কার্বলিক অ্যাসিড অপারেশনের কাজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে সংক্রমণমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করেন। এর আগে অপারেশনের পর যমে-মানুষে টানাটানি চলত, সংক্রমণের ফলে অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটত। প্রথম প্রথম লিস্টার এ কাজের জন্য হাসির খোরাক হলেও পরে প্রমাণিত হয় যে অপারেশনের সময় কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়, রোগীর শরীর সংক্রমণ এড়াতে পারে। অপারেশনের পর মৃত্যুর হার কমে ১৫ শতাংশে নেমে আসে। বস্তুতপক্ষে লিস্টার আজকের দিনে তাঁর পরীক্ষায় সফল হওয়ার কারণে হাসির খোরাক হলেও পরবর্তীতে আধুনিক শল্য চিকিৎসার জনকের সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলেন।

১৯১৯ বিক্রম সারাভাই
(১৯১৯-১৯৭১) এদিন আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক বলা হয়। এদেশে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণার শুরুও তাঁর উদ্যোগে। আমেদাবাদ আইআইএম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৬৬-তে এই পদার্থবিদকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। মৃত্যুর পর তাঁকে পদ্মবিভূষণ প্রদান করা হয়। তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত।

১৮২২ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ক্যাসলরিগ (১৭৬৯-১৮২২) এদিন একটা পেনসিল কাটার ছুরি দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। নেপোলিয়নকে হারাতে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তা সত্ত্বেও স্বদেশে তিনি ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তার দরুন স্নায়ুরোগের শিকার হয়ে পড়েন। সেইসঙ্গে কাজের প্রবল চাপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পরিবার পরিজনের আশঙ্কা ছিল, তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। সেজন্য ক্ষুর আর রিভলভারগুলো চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সতর্ক চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ছোট্ট পেনসিল কাটার ছুরিটা। সেটার সাহায্যেই শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। যে ডাক্তার ব্যাংকহেডের পরামর্শে তিনি সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন, সেই চিকিৎসকই এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁর রক্তাক্ত দেহটি প্রথম দেখেন।

১৯৩২
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
(১৯১০-১৯৩২) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে অংশ নেন। চামুগারিয়া মেল ব্যাগ লুণ্ঠনের মতো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেরও শরিক। এদিন ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

পার্টির কর্মসূচি

বসিরহাট দক্ষিণের সাংগঠনিক বৈঠকে বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাসতের চাঁপাডালি মোড়ে আইএনটিটিইউসির অফিসে হামলা ও বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হেলাবটতলা থেকে চাঁপাডালি মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ ও সভা করে আইএনটিটিইউসি। ছিলেন তাপস দাশগুপ্ত, সুনীল মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মিত্র-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭১

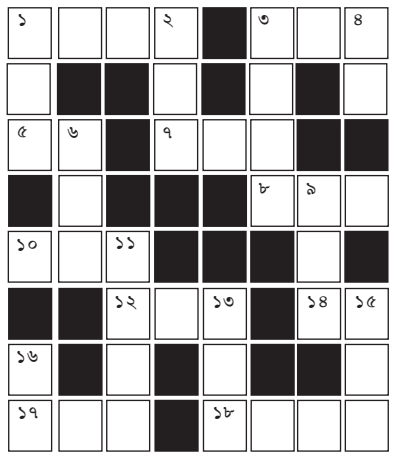

পাশাপাশি : ১. উৎকট বাতিক ৩. আচ্ছাদন, ছাদ ৫. বিন্দু ৭. ছোটো আয়তনের উপন্যাস ৮. বস্তু, দ্রব্য ১০. সজ্জিত ১২. পরিষ্কৃত, পরিষ্কার ১৪. কার্য ১৭. গোলাপ বা তার গাছ ১৮. সংঘ।

উপর-নিচ : ১. বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ ২. দুর্গম ৩. পরিপূর্ণ, ছেয়ে গেছে এমন ৪. যাঁর নানা রঙের রঙ্গ, মোরা তাঁরি রসের— ৬. প্রচুর, খুব ৯. কন্যা ১১. ভারতে সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্প্রদায় ১৩. নিরীহ, সাধু ১৫. ভাষা ১৬. —খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭০ : পাশাপাশি : ১. জবরজবর ৬. বকা ৮. তবক ৯. সকরুণ ১০. প্ররোচনা ১২. উদরী ১৩. হল ১৫. গাবদাগোবদা। **উপর-নিচ :** ২. বণিক ৩. জয়োল্লাস ৪. রব ৫. চৈতন্যপ্রবাহ ৭. কারণশরীর ১১. নামজাদা ১২. উদ্ভব ১৪. লগা।

১১ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৫৬	৮৭.১৬
ইউরো	১০৩.১৯	১০১.১৫
পাউন্ড	১১৯.১৩	১১৭.০৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন চক্রবর্তী

■ দেবলীনা কুমার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৫ অগাস্টের আগে জাতীয় পতাকা হাতে

উত্তর দিনাজপুর ও বহরমপুর জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক

ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলের সমস্ত কর্মসূচি করুন : অভিষেক

জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : পূর্ব ঘোষণামতো সোমবার উত্তর দিনাজপুর ও বহরমপুর জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই জেলার ক্ষেত্রেই 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে গুরুত্ব দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের থাকতে হবে। একই সঙ্গে এই কর্মসূচি-সহ রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রচার করতে হবে বুথে-ব্লকে-অঞ্চলে-জেলায়। এদিন দুই জেলার বিধানসভা ধরে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। যেসব জায়গায় দল পিছিয়ে আছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা চলে। বিজেপি যেখানে জিতেছে সেখানে কোনও কাজ হয়নি। বাংলা-বিরোধী এই দলটার দ্বিচারিতা ও বাংলার প্রতি বঞ্চনাকে আরও বেশি করে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে আপনারা ভোট দিয়ে এদের জিতিয়েছেন। আর জেতার পর আপনাদেরই পেটে লাথি মেরেছে। হকের টাকা বন্ধ করেছে। সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের কর্মসূচি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বৈঠকে উপস্থিত রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও একাধিক পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন দুই জেলার নেতৃত্বকে। এ ছাড়াও বুথস্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের নেতাদের সাথে বৈঠকে, নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন, মাসে দুটি বুথ কমিটির বৈঠক করতে হবে। জেলায় দলের সমস্ত শাখা সংগঠনগুলির পাশাপাশি ব্লক ও টাউন সভাপতি পরিবর্তন ও পরিমার্জনের বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। জেলা নেতৃত্বের তরফে বেশ কিছু নাম প্রস্তাব করা হয়। খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত তালিকার নাম রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ করবে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে হয়রানির সম্মুখীন পরিযায়ী শ্রমিকদের সহায়তা করার নির্দেশ দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বাঙালি বিদ্বেষ ও এসআইআর নিয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে জেলায়-অঞ্চলে-ব্লকে-বুথে আন্দোলন-প্রতিবাদ কর্মসূচি করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকে দফতরে উত্তর দিনাজপুরের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি, সত্যজিৎ বর্মন, দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়াল, বিধায়ক হামিদুর রহমান, কৃষ্ণ কল্যাণী, মোশারফ হোসেন, গৌতম পাল, আব্দুল করিম চৌধুরী, মিনহাজুল আরফিন আজাদ-সহ জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

আধুনিক কন্ট্রোল কমান্ড পোস্ট তৈরি হবে ধর্মতলায়

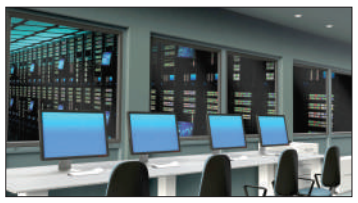

প্রতিবেদন : শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে পুলিশের একটি আধুনিক কন্ট্রোল কমান্ড পোস্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেট্রো চ্যানেল চত্বরে তৈরি হওয়া ওই পোস্ট থেকে গোটা এলাকায় রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। সিসিটিভি নেটওয়ার্ক, ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ, জনসমাবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ।

এই কন্ট্রোল কমান্ড পোস্টে অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা থাকবে। এলাকার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মোড়, স্টেশন প্রবেশদ্বার এবং পার্কিং জোনের লাইভ ফুটেজ এখান থেকে দেখা যাবে। ভিড়ের গতিবিধি বোঝার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবস্থা যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে কোনও স্থানে ভিড় বেড়ে গেলে দ্রুত পুলিশ মোতায়েন করা যাবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আকস্মিক বিক্ষোভের সময়ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে। ধর্মতলা থেকে মেট্রোর নতুন রুট চালু হলে যাত্রী-সংখ্যা বাড়বে। আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এই কন্ট্রোল পোস্ট স্থাপন করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রযুক্তিনির্ভর এই ধরনের কন্ট্রোল সেন্টার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জরুরি অবস্থায় উদ্ধারকাজ এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী অরূপ রায়। সোমবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের সামনে।

৫০০ বর্গফুট জমিতেও এবার নির্মাণের ছাড়পত্র

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভা এলাকায় আধকাঠা বা তারও কম জমিতে বাড়ি তৈরির অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সংশোধিত হল বিল্ডিং রুলস। নতুন নিয়মে ৫০০ বর্গফুট জমিতেও মিলবে নির্মাণের ছাড়পত্র। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, এতদিন ছোট জমিতে বাড়ি করার পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না পুরসভার, নিয়মে হাত বাঁধা ছিল। সেই বাধা কেটে গেল। এখন আধকাঠা বা তারও কম জমিতেও প্ল্যান স্যাংশন সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে থাকছে শর্ত। বাড়ির একাংশ যাতে পাশের বাড়ির গায়ে না লাগে,

সে দিকে নজর রাখা হবে। ছাড়ের পরিমাণও কিছুটা কমবে সাধারণ নিয়মের তুলনায়। পুরো প্রক্রিয়াই হবে অনলাইনে। মিউটেশন, কনভার্সন-সহ সব আইনি কাজ নিয়ম মেনে করতে হবে। কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলে ১৫ দিনের মধ্যেই মিলবে অনুমতি। বড় বাড়ির ক্ষেত্রে আগের নিয়মই বহাল। পুরসভা জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি মিলবে বহু ছোটো জমির মালিকের। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা অনুমতির অভাবে বাড়ি তৈরি শুরু করতে পারেননি, তাঁদের জন্য খুলে গেল নতুন সম্ভাবনার দরজা। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ছোট ছোট আবাসন তৈরির পথও প্রশস্ত হবে।

তিতিবিরক্ত বিচারপতি

প্রতিবেদন : পুলিশ কোনও সভা বা মিছিল করার অনুমতি না দিলেই বিশেষত গদ্দার অধিকারী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। দু-একটি ক্ষেত্রে অনুমতি দিলেও বারবার এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে রীতিমতো বিরক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল-মিটিং করার অনুমতি চেয়ে বারবার মামলা হওয়ায় রীতিমতো বিরক্ত বিচারপতি। বললেন, 'মিছিল-মিটিং নিয়ে অনুমতি চাইলে এবার থেকে জনস্বার্থ মামলা করুন। ডিভিশন বেঞ্চে যান।' স্পষ্ট জানালেন, 'একক বেঞ্চ মিছিল নিয়ে অনুমতি সংক্রান্ত মামলা শুনবে না।'

নির্বাচনী কাজে অব্যাহতি চার আধিকারিককে

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। সেই তদন্তের ভিত্তিতেই নির্বাচনী সংক্রান্ত কাজ থেকে তাঁদের সরিয়ে নিল রাজ্য সরকার। ৫ ও ৮ অগাস্ট নির্বাচন কমিশন যে চিঠি দিয়েছিল তার ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ।

সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছেন, অভিযোগের পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হবে। জেলা ও ক্ষেত্র পর্যায়ের আধিকারিকদের একাধিক দায়িত্ব থাকে। সময়-সীমাবদ্ধ কাজের জন্য অনেক সময় কিছু দায়িত্ব সৎ উদ্দেশে অধস্তন কর্মীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। মুখ্যসচিব চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, বিস্তারিত তদন্তের আগে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, তা দীর্ঘদিন ধরে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা আধিকারিকদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে। একই সঙ্গে, এই ধরনের পদক্ষেপ নির্বাচনী দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত বৃহত্তর দলকেও প্রভাবিত করতে পারে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, ময়না কেন্দ্রের এইআরও সুদীপ্ত দাস এবং বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারকে ভোটার তালিকা সংশোধন-সহ নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষের পর বিস্তারিত 'অ্যাকশন টেকেন' রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে।

থানায় হাজিরা দুই চিকিৎসকের

প্রতিবেদন : সোমবার বিকেলে ঠাকুরপুকুর থানায় হাজিরা দিলেন চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ এবং তমোনাশ চৌধুরি। পুলিশি অনুমতি ছাড়াই বেহালা থেকে কলেজ স্ট্রিট সাইকেল মিছিলের আয়োজন করার জন্য তাঁদের নোটিস পাঠিয়েছিল ঠাকুরপুকুর থানা। পুলিশের অভিযোগ, এর ফলে জাতীয় সড়ক আইন লঙ্ঘন হয়েছে। ওই নোটিসের প্রেক্ষিতে সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর থানায় হাজিরা দেন দুই চিকিৎসক। ওই ঘটনায় দুই চিকিৎসকের পাশাপাশি তাঁদের গাড়ি চালকদেরও এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

বেআইনি জমায়েতে একাধিক মামলা

প্রতিবেদন : গত ৯ আগস্ট নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে হাওড়া সিটি পুলিশ একাধিক মামলা করল। সাঁতরাগাছিতে বেআইনি জমায়েতের জন্য জগাছা থানায় ৫০০ ও হাওড়া থানায় ৩০০ জন অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। সোমবার রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে

প্রতিবেদন : হাইকোর্টের নির্দেশমতো আদালতে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রধান সচিব। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১৩ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। ফেডারেশন এবং পরিচালকদের মধ্যে সমস্যা সমাধানে বৈঠক করতে বলা হয়েছিল। সেই মতো বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের রিপোর্ট জমা দিয়ে জানানো হয়, সমস্যার সমাধানে একটি কমিটি গড়তে চাইছে সরকার।

পরীক্ষা স্বচ্ছ করতে কড়া ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষণ প্রশিক্ষণ বা ডিএলএড-এর পার্ট-টু পরীক্ষা। চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। ৩৭ হাজারের বেশি এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। ১২৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। অন্যদিকে ডিএলএড পার্ট-ওয়ানের পরীক্ষা চলবে ১৮ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার। সারা রাজ্যে ১২০টি কেন্দ্রে পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা স্বচ্ছ করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রতিদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পাঠানো হচ্ছে এমন বাক্সে যা বন্ধ থাকছে 'ডিজিটাল কম্বিনেশন লক'-এর মাধ্যমে। একটি ট্রাঙ্কে বা বাক্সে সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রাখা হবে না। এবার পরীক্ষার্থীরাই প্রশ্নপত্রের সিল খুলবেন। তাছাড়া প্রশ্নপত্রের সুরক্ষা বজায় রাখতে প্রথম পাতা এবং শেষ পাতায় কোনও প্রশ্ন রাখা হবে না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দাবি, অনেক সময় সমাজমাধ্যমে প্রশ্নপত্রের প্রথম পাতা বা শেষ পাতার ছবি ভাইরাল হয়েছে। ওই দুই পাতায় এ-বার কোনও প্রশ্ন রাখা হবে না। মাঝের পাতাগুলিতেই প্রশ্ন থাকবে পরীক্ষার্থীদের জন্য। প্রশ্নপত্রে থাকবে কিউআর কোড। প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত করা যাবে।

আজ ডিএলএড পার্ট-টু

সম্পাদকীয়

12 August, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভুলে গিয়েছে

দিল্লিতে এসআইআর নিয়ে আন্দোলন। দিনভর উত্তাল ছিল রাজধানী। এই বিক্ষোভ বুঝিয়ে দিল, বিজেপির শেষের দিন আসন্ন। সাংসদরা কমিশনের সঙ্গে দেখা করবেন। বক্তব্য জানাবেন। আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। তা সত্ত্বেও এক কিলোমিটার আগে দেশের নির্বাচিত ২৫০-র বেশি সাংসদকে আটকে দেওয়া হল! পুলিশের লাঠিপেটা করা হল। শুধু তাই নয়, পুরুষ সাংসদদের আটকাতে নামানো হল মহিলা পুলিশকে। দেশের নির্বাচিত সাংসদ, আইন প্রণয়নকারীদের নিয়ে এ কোন অসভ্যতা বিজেপির? তৃণমূল কংগ্রেসের দুই মহিলা সাংসদ আহত হলেন। একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। নাটক আরও আছে। সাংসদদের তুলতে বলা হল, কমিশনে নিয়ে যাওয়া হবে, বাসে চাপুন। কিন্তু এই বিজেপি এতটা ভীতু যে বাসে চাপিয়ে সোজা পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে গেল। আটকে রাখা হল থানায়। সাংসদদের সংসদে যেতেও দেওয়া হল না। এরা গণতন্ত্রকে হাস্যকর জায়গায় নিয়ে এসেছে। একবার এসআইআর নিয়ে বলছে, নাম বাদ গেলেও সকলে নাম তোলার সুযোগ পাবে। পরক্ষণেই আবার বলছে, কেন কীজন্য বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তা জানাতে বাধ্য নয় কমিশন। একটা সাংবিধানিক বডিকে বিজেপি শাখা সংগঠনের মতো ব্যবহার করছে। ভাবছে দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে যা করেছে, বিহারেও তাই করবে। ভুলে যাচ্ছে, রাজ্যটার নাম বাংলা আর মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে ২০১৪ সালের পর থেকে যতবার বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে ততবার ব্যর্থ হয়েছে। '১৪ থেকে '২৪, দশ বছরেও শিক্ষা হয়নি। এসআইআর নিয়ে বাংলার মানুষের রাম ধাক্কা খাওয়ার পর বিজেপি বুঝবে কেন রাজ্যটার নাম বাংলা।

e-mail থেকে চিঠি

ওরা বদলাতে চাইছে ইতিহাস, বাংলার মানুষ তা রাখতে চায় হৃদিমাঝারে

দেশমাতৃকার স্বাধীনতার লক্ষ্যে ইংরেজ বিরোধিতা করে হাসিমুখ ফাঁসিকাঠকে বরণ করে নেওয়ার অসম সাহস যিনি দেখিয়েছিলেন, সেই বীর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় স্তরে বাঙালি মনীষীদের অবমাননার প্রসঙ্গ। 'কেশরী চ্যাপ্টার ২'-তে শহিদ বঙ্গসন্তান ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে ভুল তথ্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। ওই ছবিতে বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে 'সিং' বলা হয়েছে। মেদিনীপুরের অদম্য কিশোরকে দেখানো হয়েছে পাঞ্জাবের ছেলে হিসেবে। এই যেখানে ক্ষুদিরাম সম্পর্কে বিজেপির মনোভাব, সেখানে বাংলা ও আম বাঙালি বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে আপ্রাণ ক্ষুদিরামের পরম্পরা। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু আঘাত লাগে ব্যারিস্টার কেনেডির পরিবারের গাড়িতে। ওইদিন ঘটনাস্থল থেকে পালাতে মুজফ্ফরপুর থেকে পুসা রোড স্টেশন পর্যন্ত প্রায় ৪২ কিলোমিটার দৌড়েছিলেন ক্ষুদিরাম। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আর সেই ঐতিহাসিক পথকেই স্মরণে রাখতে শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় ৫৪ কিলোমিটার দৌড়ে ক্ষুদিরামের পরম্পরা ধরে রাখতে চেয়েছেন বাঙালি গবেষক। স্পষ্ট করে বলি, এই হল বাঙালি অস্মিতা। এই হল বাঙালির দেশের প্রতি, স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতি মনোভাব। যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে ছিলই না, তারা এসব বুঝবে কী করে? তাদের নেতারা যেতেন ভোট চুরি করে কিংবা গণনার সময় লোডশেডিং করে দিয়ে। এই ভোট-চোর, বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপিকে হটানোর সময় সমুপস্থিত।

—সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়,
চিনার পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মেয়েরা নিরাপদ থাকতে চাইলে নির্জনে যেন না যায় মোটেই

নির্জনে গেলে নির্যাতিতা হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং একা একা নির্জন স্থানে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গুজরাত পুলিশের নারী-নিরাপত্তামূলক নিষেধাজ্ঞা! এই ২০২৫-এ। আর এই রাজ্যে? যেখানে রাত দখলের পালাগান চলছে রামরেডদের সৌজন্যে মেয়েরা এ-রাজ্যে নিরাপদ নন, এই অজুহাত দেখিয়ে, সেখানে কিন্তু অমন লজ্জার বিজ্ঞপ্তি নেই। একটু ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন। লিখছেন **অশোক মজুমদার**

"নির্জনে গেলে রেপড হতে পারো।" ...ওহ্ আচ্ছা তাই!! বাঃ বাঃ বেশ বেশ। গুজরাত পুলিশের এহেন নিষেধাজ্ঞা জারির খবরটি পড়ে ভাবছি ঠিকই তো মেয়েরা নির্জনে যাবেই বা কেন? এই নির্জনে যাবার জন্যই তো বিলকিস বানুরও রেপ হয়েছিল তাই না? তাছাড়া মণিপুর, হাতরাস, উন্নাও, আসিফা ও হাল আমলের ওড়িশার ছাত্রীটিও নিশ্চয় নির্জনে বেরিয়েছিল?

খবর পড়েই জানলাম গুজরাতে এখন দিনে পাঁচটা করে রেপের অভিযোগ জমা পড়ে। ভাইব্র্যান্ট গুজরাত বলে কথা। একেবারে মডেল রাজ্য। ফলত পুলিশ একদম ঠিক বলেছে। রাস্তাঘাটে, অফিসে, স্কুলে, বাজার, দোকানে লোকজন থাকলে তখনই বেরোনো ভাল। কোনও দরকার নেই নির্জনে যাবার।

আসলে ব্যাপারটা তুচ্ছ!! কী বলুন তো চারদিকে সব পুরুষসিংহের ঘোরাঘুরি। কার কখন কী ইচ্ছা করবে সেটা কি বলা যায়? একটু সামলে গুছিয়ে চলাটাই তো উচিত। তাই তো মেয়েদের জন্য লেডিস কম্পার্টমেন্ট রাখা হয়েছে। রাত বেশি করে বাড়ি না ফেরার হুকুম আছে। গা ঢাকা দেওয়া জামাকাপড় পরার নিদান আছে। পুরুষের লোলুপতা নয় কোথাও রেপ হলেই এগুলোর অন্যথা হওয়ার কারণটি দাগানো হয়।

২০২৫-এ দাঁড়িয়ে আছি আমি যারপরনাই তাজ্জব শুধু নই লজ্জিত। যখন একদিকে মানুষ মঙ্গলগ্রহে যাবার চেষ্টা করছে তখন বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশে প্রায় তালিবানি ফতোয়াই জারি করা হচ্ছে।

সবথেকে লজ্জার তো গুজরাতে মেয়েদের রাতে বেরোনোর নিষেধাজ্ঞার খবরটি কী সুন্দর দেখুন গদগদ চিত্তে সত্যযুগ থেকে কলিযুগে এসেও কীরকম পুরুষ-নির্ভরতার বাঁধা গতের গল্প বোনা হয়েছে। এই খবর যে কতখানি ভয়ানক তার কোনও বোধ কি আদৌ মিডিয়ার আছে? এমন ন্যক্কারজনক সাবধানবাণী 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর রাজ্যের বলেই এতে মিডিয়ার নাকে আইনের শাসন নষ্ট কিংবা গণতন্ত্রের বিপদ সংকেত কিছুরই গন্ধ ঢুকছে না।

কিন্তু যেই মেরুদণ্ড লটপট করা পুলিশের রাজ্য বাংলার বিষয় হবে ওমনি চতুর্থ স্তম্ভের রথীরা সান্ধ্য আসরে কোমরখানা পারলে গামছায় বেঁধে নিয়ে গগনবিদারী চিৎকার জোরে যে এখানে আইনকানুন নামক কোনও বস্তুই নেই।

এই তো সামনেই আসছে সদ্য বছর ঘোরা রাতদখল পার্বণ... তাও কেন নবান্নে নামল না হেলিকপ্টার এই প্রশ্নটার প্রায়ই সম্মুখীন হই। সে না নামুক তবুও পিছিয়ে রাখা খবরে গুজরাত হল মডেল আর বাংলা হল নরককুণ্ড। তাই দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ঠিকঠাক রেপ হয়। বাকি দেশে নির্জনতার বলি হয় মেয়েরা। নাহলে ওইসব রাম রাজত্বে রেপড নৈব নৈব চ। তাই তো?

আচ্ছা এই গুজরাতের মতোই রকমসকম মেরুদণ্ডওয়ালা পুলিশই কি আমাদের বাংলার সুশীল সমাজ চাইছে? নইলে ওরা কী কারণে গতবছর আরজি করের ঘটনায় পুলিশ কমিশনারকে মেরুদণ্ড উপহার দিয়েছিল?

সিজনাল সিপিএম কখনও বিজেপির মুখোশ পরে স্বপ্নে বিভোর হয়ে ড্রইংরুমের ঠাণ্ডায় বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালি দেওয়াটা আবারও ঝালিয়ে নিল অভ্যাসবসত। ছাব্বিশ অবধি এই কেত্তন গাওয়া চলবে।

আসলে আপনাদের দুঃখ বুঝি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনসুনামিতে আপনারা দিশেহারা। আর তাই যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা, সত্য, মিথ্যা, বিবেক সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছেন কুৎসার কাছে। নোংরা মানসিকতা দিয়ে রাজনীতিকেও কলুষিত করছেন।

কিন্তু এতে লাভ কী হল? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখার অযোগ্য ভাষায় আক্রমণ করার ধারাবাহিক ধারা জারি রেখেও রাজ্যবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া গেল না। কারণ এর ভিত্তিটাই ছিল রাজনীতির রুটি সেঁকবার উদ্দেশ্যে। আর তার জন্য যতরকমের মিথ্যা আমদানি করা যায় তার ফুলঝুরি ছড়ানো হয়েছিল।

কিন্তু সত্যের সামনে মিথ্যার বেসাতি টেকে না বেশিদিন। মানুষ ঠিকই বুঝে গেল সবটাই ছিল রাজনৈতিক। ছাব্বিশের কেত্তন গাওয়া শেষ হলে যেটুকু টিকে আছে ওটাও কর্পূরের মতো উবে যাবে। রাজনীতির বোড়ে হওয়ার দায়ভারটুকু একমাত্র কাটাতে হবে ওই মা-বাবাকেই। কারণ রাজনীতির অংকটা রাতদখল দিয়েই কষা শুরু হয়েছিল ওদেরই টার্গেট করে। এই গোটা ব্যাপারটাতে এটাই খুব দুর্ভাগ্যজনক।

'রাজনীতি করাটা রাজনীতি হলে, রাজনীতি না-করাটাও রাজনীতি। সুতরাং দাবি মানবিক হলেও তার ভিতরেও আছে রাজনীতি। কারণ অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় না।' ... গতবছর আজকের দিনে বলেছিলাম। ঠিক একবছর পর ফেসবুক মেমোরি জলের মতো পরিষ্কার করেই ফেরাল কথাগুলো।

এই সেই নিষেধাজ্ঞা।

> সবথেকে লজ্জার তো গুজরাতে মেয়েদের রাতে বেরোনোর নিষেধাজ্ঞার খবরটি। কী সুন্দর দেখুন গদগদ চিত্তে সত্যযুগ থেকে কলিযুগে এসেও কীরকম পুরুষ-নির্ভরতার বাঁধা গতের গল্প বোনা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর-এর ষড়যন্ত্র ■ বিক্ষোভে উত্তাল হল রাজধানী

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রায়দিঘিতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা

বছরভর সরবরাহ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ রাজ্যের

অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড পেঁয়াজ চাষ হবে রাজ্যে

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সারা বছর সরবরাহ নিশ্চিত করতে পেঁয়াজ চাষ শুরু করছে উদ্যানপালন দফতর। চলতি বর্ষার মরশুমেই পরীক্ষামূলকভাবে 'অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড' জাতের পেঁয়াজ চাষ হবে পাঁচ জেলায়। আগস্টের মাঝামাঝি থেকে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করা হবে। এই প্রথমবার এ ধরনের উদ্যোগ।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মূলত নাসিক-সহ অন্যান্য রাজ্যের পেঁয়াজের ওপর নির্ভরশীল। যার ফলে প্রায়শই দামের ঊর্ধ্বগতি হয়। জলবায়ুর কারণে এতদিন বর্ষায় পেঁয়াজ চাষ হয়নি। তবে এবার

বিশেষ পরিকল্পনার আওতায় উঁচু জমিতে পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে আগস্টে বীজ বপন করা হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে চারা রোপণ সম্পূর্ণ হবে এবং রোপণের ৯০ দিনের মধ্যেই ফসল তোলা সম্ভব হবে। উদ্যান পালন দফতর সূত্রে খবর, এই পেঁয়াজের এক কেজি বীজ এক বিঘা জমিতে চাষ করা যায় এবং প্রায় ৪০ কুইন্টাল ফলন মেলে। মালদহে ৩০০ কেজি, জলপাইগুড়িতে ২০০ কেজি, আলিপুরদুয়ারে ১০০ কেজি, উত্তর দিনাজপুরে ১১০ কেজি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৫০ কেজি বীজ বিতরণ হবে। সমস্ত বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের দেওয়া হবে। সফল হলে প্রকল্পটি বিস্তৃত করে উত্তরবঙ্গ জুড়ে মৌসুমি পেঁয়াজ চাষ চালু হবে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে কৃষকদের জন্য লাভজনক বিকল্প এনে দেবে।

রাজ্যে পেঁয়াজের রেকর্ড উৎপাদন

প্রতিবেদন : রবি মরশুমে রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন ৭ লক্ষ টন ছাড়িয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। ওই পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার পেঁয়াজ সংরক্ষণের 'গোলা' তৈরির জন্য চাষিদের উৎসাহিত করেছে। গোলা তৈরিতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল দে জানিয়েছেন, অন্তত ১৪০০ গোলায় এবার পেঁয়াজ রাখা হয়েছে। রাজ্যের পেঁয়াজ আগামী অক্টোবর পর্যন্ত বাজারের চাহিদা মেটাবে। পাশপাশি মহারাষ্ট্র থেকেও বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ আসছে। সেখানেও প্রচুর উৎপাদন হওয়ার জন্য দাম কম। কলকাতার পাইকারি বাজারে এখন ১৩-১৭ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে। খুচরো বাজারে দাম হচ্ছে কেজিতে ২৫-৩০ টাকা। এই পরিস্থিতি চললে আগামী দিনে পেঁয়াজের দাম আরও কমে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পাবেন বলে তিনি আশাবাদী।

মিথ্যাচার ও নাটকের সীমা পার!
ঠান্ডা মাথায় অপরাধমূলক কুৎসা

প্রতিবেদন : বিজেপির প্ররোচনায় এবার নির্ভেজাল মিথ্যাচারের খেলায় নেমেছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। যে সিবিআইয়ে ভরসা নেই বলছেন সেই সিবিআইয়ের মালিক বিজেপির সঙ্গে নবান্ন অভিযানে শামিল হচ্ছেন তাঁরা। এদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দিল্লি থেকে কলকাতা দৌড়চ্ছেন। কিন্তু কী চাইছেন তাও স্পষ্ট নয়। কোনও প্রমাণ ছাড়াই প্রকাশ্যে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের নামে কালি ছেটানোর খেলায় নেমেছেন মৃতা চিকিৎসকের বাবা। কোন তথ্যের ভিত্তিতে এই কুৎসা? পাল্টা জবাব দিলেন কুণাল ঘোষও।

সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়েছিলেন সিবিআই দফতরে। তারা জানিয়েছিল এই মামলা তারা ছেড়ে দেবে, দাবি মৃতা চিকিৎসকের বাবা-মায়ের। আর তাতেই ক্ষিপ্ত বাবা হঠাৎই সিবিআই-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করে বসলেন। এতদিন যে সিবিআই-এর উপরই সর্বোচ্চ আস্থা দেখিয়েছিলেন সন্তানহারা বাবা-মা, আজ তিনিই অভিযোগ তুললেন, সিবিআই টাকা খেয়েছে! কুণাল ঘোষ গিয়ে সেটলমেন্ট করেছে সিজিওতে। সেখানেই পাল্টা কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, মিথ্যাচার আর নাটকের সব সীমা পার করছেন উনি। কন্যাহারা পিতার যন্ত্রণা বুঝি। কিন্তু তাই বলে ওঁরা যাদের কথায় যা যা করছেন, যা যা বলছেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকছে। এখানে এভাবে আমার নাম করে মিথ্যা অভিযোগ করলেন কার কথায়, কোন তথ্যে?

কাদের কথায় নির্লজ্জ বাবা এই ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন, তাও স্পষ্ট করে দেন কুণাল। তিনি বলেন, আমার নিজেরই দুটো সিবিআই মামলা চলছে, আমি আইনে লড়াই করছি, আর আমি যাব নির্যাতিতার মামলা 'সেটল' করতে? আর সিবিআই এসব করবে? সবাই জানে সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি। উনি আবার তাদের সঙ্গে নবান্ন অভিযানে যান। আপনার প্রতি সম্মান, সহমর্মিতা রেখেই বলছি, সিবিআই নিয়ে আমাকে জড়িয়ে এইসব মিথ্যাচার হল ঠান্ডা মাথার অপরাধমূলক অপপ্রচার। আপনার কাছে এর কী তথ্য আছে অথবা কে আপনাকে এসব বলতে বলেছে, প্রকাশ করুন। যা ইচ্ছে বলে যাবেন, সেটা চলবে না।

■ ৯৮ নং ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

সংযুক্ত এলাকায় পুজোর পরই শুরু কেএমসি-শার্প

প্রতিবেদন : কলকাতার সংযুক্ত অঞ্চলের একাংশে কেইআইআইপি প্রকল্পের আওতায় ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা এবং পানীয় জলের পাইপলাইনের কাজ প্রায় শেষের পথে। এবার ইএম বাইপাস লাগোয়া কয়েকটি এলাকা-সহ বেহালা, ঠাকুরপুকুর, জোকার মতো সংযুক্ত এলাকাগুলিতে ভূগর্ভস্থ নিকাশি পরিকাঠামো এবং পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু করবে কলকাতা পুরসভা। তৃতীয় পর্যায়ে নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলের লাইন পাতার এই কাজ হবে নতুন প্রকল্প 'কেএমসি-শার্প' (কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সাসটেইনিবিলিটি হাইজিন অ্যান্ড রেজিল্যান্স প্রোজেক্ট)-এর আওতায়। এই পর্যায়ে কাজের আনুমানিক খরচ প্রায় ২৮৫ মিলিয়ন

ডলার। যার সিংহভাগই ঋণ হিসেবে দিচ্ছে এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক)। সোমবার এই প্রকল্পের কথা জানিয়েছেন শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

মহানাগরিক এদিন বলেন, দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ কেইআইআইপি প্রকল্পে বাখরাহাট এলাকা ছাড়া প্রায় সব রাস্তার কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজটুকুও দ্রুত শেষ হবে। তারপর পুজোর পরেই ধাপে ধাপে শহরের ছ'টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশে 'কেএমসি-শার্প' প্রকল্পের আওতায় কাজ শুরু হবে। নতুন প্রকল্প, নতুন করে টেন্ডার ডেকে নতুনভাবে কাজ হবে। তার মধ্যে গার্ডেনরিচ-সহ কয়েকটি এলাকায় নতুন করে নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি হবে বলেও জানিয়েছেন ফিরহাদ।

বাংলায় কথা বলায় ২১ দিন ধরে আটক পরিযায়ী শ্রমিক
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বাংলায় কথা বলায় ফের ভিন রাজ্যে আটক পরিযায়ী শ্রমিক। নাগরিকত্বের সমস্ত তথ্য দেওয়ার পরেও তামিলনাড়ুতে ২১ দিন আটকে রয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার টাকি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজীব শেখ। বিগত পাঁচ বছর ধরে তামিলনাড়ুতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন তিনি। হঠাৎই ২২ জুলাই রাজীব শেখ-সহ বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায় তামিলনাড়ুর পেরেমবালা থানার পুলিশ।

এরপর সমস্ত রকম নাগরিকত্বের প্রমাণ তার পরিবার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তার পরেও প্রায় ২১ দিন কেটে গেছে এখনও রাজীব শেখকে ছাড়েনি পুলিশ। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। দুশ্চিন্তায় রয়েছেন স্ত্রী ও সন্তানরা। তাঁদের দাবি, বাংলায় কথা বলার কারণেই রাজীবকে পুলিশ আটক করেছে। স্ত্রীর আর্জি, তাঁর স্বামীকে অবিলম্বে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মসংস্থান
৬ হাজার নার্স ও চিকিৎসক নিয়োগ

প্রতিবেদন: এবার আরও কর্মসংস্থান রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। তবে এই কর্মসংস্থান হবে গ্রামীণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পরিষেবাকে আরও মজবুত করতে। রাজ্য সরকার ১,২০০-র বেশি সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক (জিডিএমও)-সহ প্রায় ৫,০৮০ জন নার্স নিয়োগ করতে চলেছে। একইসঙ্গে ৬২১ জন সহকারী অধ্যাপকও নিয়োগ করা হবে। মূলত গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এই নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের পাঠানো হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও চলছে। ৩৪৪টি পদ পুরুষ নার্সদের জন্য বরাদ্দ এবং ওবিসি সংরক্ষিত পদগুলিও পূরণের পরিকল্পনা রয়েছে। সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ হবে বিভিন্ন শাখায়— কার্ডিয়াক, সিটিভিএস, ইএনটি, প্লাস্টিক সার্জারি, চেস্ট মেডিসিন, ইউরোলজি ও সংক্রামক রোগ বিভাগে। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এমবিবিএস ও স্নাতকোত্তর আসন বাড়লেও শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্য রাখতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল। জেলার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শূন্যপদ শহরের তুলনায় বেশি। এছাড়া রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও চলছে।

৬২৭ জন কর্মী নিয়োগ রাজ্যে

প্রতিবেদন : স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক— দুই ধরনের পদ মিলিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে ৬২৭ জন কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। নবান্ন সূত্রে খবর, সোমবারের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে। আবাসন দফতরে ২৩টি নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিচার দফতরে তৈরি হবে আরও ২২টি নতুন পদ। স্বাস্থ্য দফতরে এসএসকেএম হাসপাতালের জন্য গড়ে উঠছে ১২২টি নতুন পদ। এছাড়া, স্বাস্থ্য দফতরের আওতায় 'ই-মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট'-এর জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে ৪৬৪ জন— যার মধ্যে থাকবেন অ্যাটেনডেন্ট ও চালক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়ার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক সুকান্ত পাল

বিজেপি বিধায়ক অনুপ্রবেশকারী!

নাম বাতিলের দাবি

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বিজেপি বিধায়ক অনুপ্রবেশকারী! বিধায়কের বাবা-মায়ের নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। অভিযোগ, ২০১০-এর পর তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই বেআইনি ভোটার বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। তাই বিধায়কের নাম বাতিলের দাবিতে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বনগাঁ মহাকুমা শাসকের কাছে। অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বনগাঁ ব্লকের ঘাট বাউর অঞ্চলের ৩৫৪ নম্বর তালিকায় বিধায়কের নাম থাকলেও, তাঁর মা-বাবার নাম নেই। তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় দেখা গিয়েছে ২০১০ সালে। মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ শাখার সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হয়ে কীভাবে আইনসভার সদস্য হতে পারেন। আমরা জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছি, অবিলম্বে তাঁর বিধায়কের পদ থেকে ইস্তফার দাবি এবং আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি করছি। তৃণমূলের বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ২০০২ সালে অশোক কীর্তনিয়ার নাম আছে। কিন্তু তাঁর মা-বাবার নাম নেই কেন এই উত্তর অশোক কীর্তনিয়াকেই দিতে হবে এবং বিজেপিকে দিতে হবে।

নিম্নচাপ, বৃষ্টি উত্তর-দক্ষিণে

প্রতিবেদন: একটানা বৃষ্টির রেশ কিছুটা কেটেছে। এরই মধ্যে ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা! হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার ১৩ অগাস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। মৌসুমী অক্ষরেখা ফের উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত। দক্ষিণের জেলাগুলিতেও নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশের কারণে বুধবার থেকে ফের আবহাওয়ায় বদল দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অক্ষরেখা ফরিদকোট, লুধিয়ানা, নাজিমাবাদ, শাহজাহানপুর বাল্মিকনগর এবং জলপাইগুড়ির উপর দিয়ে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর উত্তর-পূর্ব অসম এবং কর্নাটকে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে উত্তরবঙ্গে চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি

মন্ত্রীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের নতুন কর্মসূচি ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’-এ এবার এলাকার নির্বাচিত মন্ত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, জেলাশাসকদের সঙ্গে মন্ত্রীদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং কর্মসূচির সময় সরাসরি মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। এই সংক্রান্ত একটি তালিকাও প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার।

২ অগাস্ট শুরু হওয়া এই প্রকল্প চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। তিনমাসব্যাপী এই কর্মসূচির লক্ষ্য, সরকারি পরিষেবা ও এলাকার সমস্যার সমাধানকে বুথ স্তরে পৌঁছে দেওয়া।

শিবিরগুলি রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বসবে। মানুষের কাছ থেকে সমস্যা শোনার পর ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সমাধান করার লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে। কর্মসূচি কার্যকর করতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন ও দফতরীয় আধিকারিকদের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। জানিয়ে দেন, কীভাবে শিবির আয়োজন হবে, অভিযোগ জমা পড়বে এবং সমাধান হবে। এবার থেকে মন্ত্রীদের নিজের নির্বাচনী এলাকার শিবিরে উপস্থিতি নিশ্চিত করাই সরকারের নতুন নির্দেশ।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
সাংগঠনিক জেলায় মন্ত্রীদের ম্যাপিং - ২০২৫

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা	সাংগঠনিক জেলা	মন্ত্রী ১	মন্ত্রী ২
১	আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার	বীরবাহা হাঁসদা	
২	কোচবিহার	কোচবিহার	বিপ্লব মিত্র	সত্যজিৎ বর্মণ
৩	দার্জিলিং ও কালিম্পং	দার্জিলিং (পার্বত্য)	সাবিনা ইয়াসমিন	
৪		দার্জিলিং (সমতল)	মেহাশিস চক্রবর্তী	
৫	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	বেচারাম মান্না	জ্যোৎস্না মান্ডি
৬	উত্তর দিনাজপুর	উত্তর দিনাজপুর	জনাব আখরুজ্জমান	
৭	দক্ষিণ দিনাজপুর	দক্ষিণ দিনাজপুর	ব্রাত্য বসু	
৮	মালদহ	মালদহ	সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী	
৯	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)	পুলক রায়	
১০		মুর্শিদাবাদ (জঙ্গিপুর)	জাভেদ আহমেদ খান	
১১	বীরভূম	বীরভূম	সন্ধ্যারানি টুডু	
১২	পশ্চিম বর্ধমান	পশ্চিম বর্ধমান	শশী পাঁজা	
১৩	পূর্ব বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান	জনাব মহঃ গোলাম রব্বানি	মনোজ তিওয়ারি
১৪	নদিয়া	নদিয়া (কৃষ্ণনগর)	শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়	
১৫		নদিয়া (রানাঘাট)	বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা	শ্রীকান্ত মাহাত

প্রয়াত সাংবাদিকদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে রক্তদান শিবির

■ প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধনে মিতুনকুমার দে, অঞ্জন ঘোষ, সাকিব আহমেদ, ড. সাইদুর রহমান, পান্নালাল হালদার, যোগরঞ্জন হালদার প্রমুখ।

প্রতিবেদন : প্রয়াত সাংবাদিকদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে এবং থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষু রোগীদের সাহায্যার্থে ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের উদ্যোগে হল রক্তদান শিবির। ৭০ জন রক্তদান করেন ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে। মহতী এই উদ্যোগের জন্য ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভ্যবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে। ছিলেন মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, এসডিপিও সাকিব আহমেদ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. সাইদুর রহমান, বিধায়ক পান্নালাল হালদার, যোগরঞ্জন হালদার, জয়দেব হালদার, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ প্রমুখ। প্রেস কর্নারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মথুরাপুর লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার রক্তদাতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সম্পাদক সাংবাদিক নকিবউদ্দিন গাজী বলেন, প্রয়াত সাংবাদিকদের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে এবং সমাজসেবার উদ্দেশ্যে এই মানবিক উদ্যোগ। পাশে আছি বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বারুইপুর প্রেস ক্লাবের একদল সাংবাদিক বন্ধুরাও।

আরও ২ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর) এটা তার প্রমাণ। রাজ্যে ইতিমধ্যেই ছ'টি ইকোনমিক করিডর গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন এবং গত ১৪ বছরে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে ১৮ শতাংশ। শালবনির এই প্রকল্প বাস্তবায়ন শুধু শিল্প বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত খুলছে না, রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকেও আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্ষুদিরামকে কেন

(প্রথম পাতার পর)

ছবিতে বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে ‘সিং’ বলা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের অপমান করা হচ্ছে কেন? পথিকৃৎ অমর বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে ধরেও টানাটানি করবে ভাষা-সন্ত্রাসীরা? আমাদের মেদিনীপুরের অদম্য কিশোরকে দেখানো ছবিতে দেখানো হয়েছে পাঞ্জাবের ছেলে হিসেবে। অসহ্য!

আর এই প্রসঙ্গেই ক্ষুদিরামের প্রতি দায়বদ্ধতায় যে উন্নয়ন করেছে বাংলার প্রশাসন, তা তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা কিন্তু সবসময় দেশপ্রেম ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্মৃতি বিজড়িত মহাবনী ও সংলগ্ন অঞ্চলের আরও বেশি উন্নয়নের জন্য মহাবনী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করেছি। এছাড়া মহাবনীতে শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপন থেকে শুরু করে পাঠাগার সংস্কার, নতুন একটি সুবিশাল অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম— সবই করা হয়েছে। একটি মুক্তমঞ্চও করা হয়েছে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত হয়েছে আধুনিক কটেজ, ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদিরাম পার্কের পুনরুজ্জীবন করা হয়েছে। পুরো এলাকাটাকে আলো দিয়ে সাজানোও হয়েছে। শুধু তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুরেই নয়, এই মহান বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতায় একটি মেট্রো স্টেশনের নামও আমরা ওঁর নামে রেখেছি। আমরা গর্বিত।

■ কলকাতা পুরসভার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএলএ'দের নিয়ে বৈঠকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। চেতলা অগ্রণীতে সোমবার।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

■ নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরে ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি। রয়েছেন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা।

সাংসদরা জখম-আটক

(প্রথম পাতার পর) সংসদ ভবন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। মিছিল করে তাঁরা হাঁটতে শুরু করেন কমিশন অফিসের দিকে। ট্রান্সপোর্ট ভবনের কাছে আসার পরই মিছিল আটকে দেওয়া হয়। সেখানেই বসে পড়েন সাংসদরা। পুলিশ বুঝতে পারে, অনড় প্রতিবাদীদের ঘটনাস্থল থেকে সরানো যাবে না। শুরু হয় পুলিশি দমন-পীড়ন। লক্ষ্য সেই তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা। মারধর, শাড়িটানা, চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বের করে আনার চেষ্টা-সহ ন্যক্কারজনক পুলিশি অত্যাচার দেখল রাজধানী। আহত হলেন মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল মিতালি বাগকে। ওই অস্থির অবস্থার মধ্যেও বিরোধী জোটের পারস্পরিক সহমর্মিতার ছবি চোখে পড়েছে। রাহুল গান্ধী আহত তৃণমূল সাংসদদের সরিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগ নেন। এসআইআর নিয়ে বিরোধী সাংসদদের প্রতিবাদ-আন্দোলন যে এমন সর্বাত্মক হবে তা ভাবতে পারেনি বিজেপি।

ট্রান্সফরমার ভবনের সামনে যখন পুলিশের সঙ্গে প্রবল ধস্তাধস্তি চলছে সাংসদদের, তখন কমিশনের অফিসে পৌঁছে যান তৃণমূলের তিন সাংসদ দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল ও মমতাবালা ঠাকুর। তাঁরা কমিশনের অফিসে ঢুকতে গেলে বাধা পান। দোলা বলেন, কমিশন তো সময় দিয়েছিল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকের। তাহলে কেন বাধা দেওয়া হল আমাদের তিন সাংসদকে? এই ঘটনাতে স্পষ্ট হয়, কমিশন আসলে বিজেপির প্ররোচনায় মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে। তারা ঠিক করেই রেখেছিল বিরোধী সাংসদদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। আর সেই কারণেই ট্রান্সফরমার ভবন থেকে সাংসদদের কমিশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে চলে যায়। আসলে ভয় পেয়েছে কমিশন আর বিজেপি। তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সরকারের লক্ষ্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মানুষকে ভাগ করা। নির্বাচন কমিশন বিজেপির হাতের পুতুল। বিজেপির এজেন্ট কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীরা আসলে দেশের বিরোধের মধ্যে ঐক্যের চিত্র। বিরোধীদের হাতে ছিল সংবিধান। ছিল প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা ছিল ‘চুপি চুপি ভোটের কারচুপি’। প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজেদের ভাষার পোস্টার-ব্যানার। রাজধানীর মানুষ অনেকেই পা মিলিয়েছেন সাংসদদের মিছিলে। এ যেন তাঁদেরও ভোটাধিকার ধরে রাখার লড়াই!

জগন্নাথধামের পর

(প্রথম পাতার পর) আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তাই করেন। শহিদ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, জগন্নাথধামের মতো দুর্গাঙ্গন তৈরি করব, যাতে মানুষ সারা বছর সেখানে আসতে পারেন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ইতিমধ্যেই ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা, সেই সম্মানকে মর্যাদা দিতেই রাজ্যে হবে এই দুর্গাঙ্গন।

আমার বাংলা
12 August, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিবির পরিদর্শন

■ ইসলামপুর মহকুমায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরগুলি পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি। সোমবার প্রতিটি শিবির ঘুরে দেখেন তিনি। এছাড়াও বুথভিত্তিক আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। ছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, ইসলামপুর মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব প্রমুখ। এদিন চোপড়া ইসলামপুর গোয়ালপোখর ব্লক-সহ বেশ কিছু জায়গায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শনে যান পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি।

স্বাবলম্বী করতে

■ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন মালদহ পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের মহিলাদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করতে নেওয়া হল উদ্যোগ। সোমবার এই মর্মে হল একটি কর্মশালাও। ছিলেন পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা, পুরাতন মালদহ পুরসভার সিও অদিতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

অভিযানে গ্রেফতার

■ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি নামী শপিং মলে স্পার আড়ালে চলছিল মধুচক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় অভিযান চালায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়ে এক যুবক ও এক যুবতী। ধৃতদের নাম বিবেককুমার মাহাতো, চম্পাসারির বাসিন্দা, ও আকৃতি গুরুং (২২), দার্জিলিঙের বাসিন্দা। অভিযানের পর তাদের গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার হাতে তুলে দেন গোয়েন্দারা।

মাদক-সহ ধৃত

■ বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার। পৃথক পৃথক দুই অভিযানে প্রায় আড়াই কোটি টাকার মাদক-সহ ধৃত তিন মাদক পাচারকারী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত তিন পাচারকারীর নাম সামেদ শেখ (২০), সামিমা আক্তার (৩০), অপরজন মহম্মদ রফিকুল ইসলাম। তিনজনেরই বাড়ি মালদহের কালিয়াচক থানা এলাকায়। এদের মধ্যে সামেদ শেখ ও সামিমা আক্তারকে কালিয়াচক থানার পুলিশ জালালপুরের নতিবপুর এলাকায় ১২ নং জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেফতার করে। তল্লাশিতে ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ১ কেজি ৫৩৯ গ্রাম হেরোইন। পাচারের মাথার খোঁজ পেতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ফের ভিনরাজ্যে খুন বাংলার শ্রমিক কেরলে উদ্ধার হাত-পা বাঁধা দেহ

প্রতিবেদন : ফের ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিক খুন? এবার ঘটনাস্থল কেরল। ফালাকাটার শ্রমিকের হাত-পা বাঁধা পচাগলা দেহ উদ্ধারে দানা বেঁধেছে রহস্য। নিহতের নাম আবুল হোসেন (২৭)। ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ার শেষ সীমানায় আবুলের বাড়ি। নিহত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। দলের নির্দেশে সোমবার সকালে নিহত শ্রমিকের বাড়ি যান ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে। পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গত ২৭ জুলাই আবুল কেরলে রঙমিস্ত্রির কাজ করতে যান। শুক্রবার কত্তাকাল থানার অধীনে একটি ঝোপ থেকে এই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আবুল হোসেনের পরিবার কেরলে গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করেছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে কেরলে কাজ করতে গিয়ে এমন রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ঘোর সন্দেহ পরিবারের। মৃত যুবকের কাকা আমিনুল হক বলেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানতে পেরেছি আমরা। এটি একটি খুনের ঘটনা। কারা ওকে খুন করল, তা তদন্ত করছে পুলিশ। আমরা ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি। ফালাকাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভগীরথ মণ্ডল বলেন, ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। এর আগেও নির্মাণকাজ করতে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে বাংলার শ্রমিকের। ফের একই ঘটনা। নেপথ্যে কারা খুঁজে বের করতে হবে পুলিশকে।

■ শোকার্ত পরিবারের পাশে ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে।

দুই দাঁতাল, চিতাবাঘের আতঙ্ক থেকে পরিত্রাতা বন দফতর

জঙ্গলে ২ হাতির লড়াইয়ে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বাগডোগরার জঙ্গলে দুই দাঁতাল হাতির লড়াইয়ের খবর পেয়েই সতর্কতা জারি করল পুলিশ। জংলি বাবা মন্দিরে ভক্তদের সতর্কতা জারি! শ্রাবণের শেষ সোমবারে সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্তের ঢল নেমেছে বাগডোগরা বনাঞ্চলের ভেতরে অবস্থিত জংলি বাবা মন্দিরে। বাবার মাথায় জল ঢালা ও পূজা দিতে আসা ভক্তদের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা ছিল উৎসবমুখর। কিন্তু হঠাৎই বন দফতরের কাছে খবর আসে, জঙ্গলে শুরু হয়েছে দুই টাস্কার হাতির তীব্র লড়াই। পেট্রোলিং টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি যাচাই করে বন দফতরকে জানায়। মন্দিরে থাকা ভক্তদের সতর্ক করার কাজ শুরু হয়। বনকর্মীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হাতিরা লড়াই করতে করতে মন্দিরের কাছাকাছি চলে আসতে পারে, আর সেক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা জানিয়েছেন, দাঁতাল হাতিদের লড়াই সাধারণত বেশ কিছু এলাকা জুড়ে চলে এবং তা তিনদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সেই কারণে আগে থেকেই ভক্তদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মন্দির ও আশপাশে বনকর্মী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, যাতে যে কোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

■ ভাইরাল হয়েছে হাতির লড়াইয়ের ভিডিও।

ভান্ডিগুড়ির চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ অবশেষে খাঁচাবন্দি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ির ভান্ডিগুড়ি চা-বাগানে দাপিয়ে বেড়ানো চিতাবাঘ অবশেষে বন দফতরের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল। তার হামলায় এক শ্রমিক জখম হন এবং শ্রমিক মহল্লা থেকে একের পর এক গবাদি পশু তুলে নিয়ে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল বাগানজুড়ে। বাগান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বন দফতর দ্রুত উদ্যোগ নেয়। ছাগলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে খাঁচা পেতে অভিযান শুরু হয়। সোমবার সকালে দেখা যায় খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘটি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই চা-বাগানে ভিড় জমে যায়। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। জলপাইগুড়ি মুখ্য বনপাল বিকাশ ভি বলেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান রক্ষা করা আমাদের অঙ্গীকার। দ্রুত পদক্ষেপের ফলে চিতাবাঘটিকে ধরতে পেরেছি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শুশ্রূষা সম্পন্ন করে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের নিরাপদ এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হবে। এ ঘটনায় বন দফতরের তৎপরতায় স্বস্তি ফিরেছে ভান্ডিগুড়ি চা-বাগান এবং আশপাশের এলাকায়।

■ খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

চায়ে মেশানো সোনা! একলাখি চা তৈরি হচ্ছে বাংলাতেই

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : এক কেজি চা-এর দাম এক লক্ষ টাকা! চায়ে মেশানো রয়েছে সোনা। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এই চা তৈরি হচ্ছে বাংলাতেই। সৌজন্যে আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা-বাগান। দুই ধরনের ফ্লেভার দিয়ে তৈরি এই চা চা-প্রেমীদের মন ভরিয়ে দেবে। মাঝেরডাবরির টি-লাউঞ্জে পাওয়া যাবে এই চা। সোমবার ডাবরি টি-লাউঞ্জে সাংবাদিক বৈঠকে গোল্ড টি-র কথা প্রকাশ করেন চা-বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর। তিনি বলেন, দেশে এই প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নিল মাঝেরডাবরি চা-বাগান। কী আছে এই চায়ে? কেন এত দাম? ম্যানেজার জানিয়েছেন, দু'ধরনের সোনা হয়, তার মধ্যে একটি 'এডিবল' অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য। সেই সোনার গুঁড়ো দিয়েই তৈরি হচ্ছে এই চা। এছাড়া রয়েছে গোলাপের পাপড়ি। একটি রোজ গোল্ড টি এবং অন্যটি মিদাস গোল্ড টি। সংস্থার দাবি, অর্থডক্স চায়ের সঙ্গে ভোজ্য সোনার গুঁড়ো মেশানো হয়েছে। তাই এই চায়ের নাম রাখা হয়েছে 'মিদাস গোল্ড টি'। অন্যদিকে রোজ গোল্ড টি'তে ব্যবহার করা হয়েছে গোলাপের পাঁপড়ি। আর সেই কারণে এই চায়ের নাম 'গোল্ড টি' রাখা হয়েছে বলে দাবি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের। সংস্থার আরও দাবি, বাজারে থাকা স্বাদের থেকে একেবারেই আলাদা এই দুই চায়ের স্বাদ। রয়েছে গুণগত মানও। ভোজ্য গোল্ড শরীরে ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। একইসঙ্গে হজম ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ফলে বাজারে এই চা প্রভাব ফেলবে বলেই আশা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রেফতার গরু-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত বিজেপি যুব মোর্চার নেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়। ৩১ জুলাই দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজের কাছে গরুবোঝাই গাড়ি আটকে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে পারিজাত ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে

আমার বাংলা

12 August, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১২ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

জল কমতেই কংসাবতীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ভাঙন পরিদর্শনে এসেছিলেন মন্ত্রী। তার এক মাসের মধ্যেই পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু। আপাতত অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু হয়েছে সেচ দফতরের উদ্যোগে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি, ডিভিসি ও কংসাবতী ক্যানালের ছাড়া জলে ফুলেফেঁপে উঠেছিল কংসাবতী নদী। নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে প্রায় একশো বিঘা কৃষিজমি। ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এলাকায়। আগামী দিনের উপার্জন কী হবে তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে মেদিনীপুর সদরের মনিদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মনিদহ এলাকায় নদীর পাড় ভাঙে। ফলে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে কৃষিজমি। এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন জলসম্পদ মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, বিধায়ক সুজয়

হাজরা ও সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার। নদীতে জল কমলে কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। মানস বলেছিলেন, নদীর পাড় ভেঙে ভেঙে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি দেখে গেলাম, ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দিয়ে গেলাম একটু জল নামলে কাজ শুরু করতে। যাতে গ্রামের মানুষকে এবং গ্রামটিকে রক্ষা করা যায়। তারপর কংসাবতীর জল কমতেই অস্থায়ীভাবে নদীর পাড় বাঁধার কাজ শুরু হল মনিদহে। প্রায় এক হাজার মিটার এলাকা বালির বস্তা দিয়ে বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নির্মল মাজি বলেন, অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু হয়েছে। পাকাপোক্তভাবে নদীর পাড় বাঁধানো হবে পরে।

কাঁকসার এক ইস্পাত কারখানায় ক্রেনের তার ছিঁড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

সংবাদদাতা, কাঁকসা : কাজ করার সময় ক্রেনের তার ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। গুরুতর আহত আরও দুই শ্রমিক। আহতদের দুর্গাপুরের দুটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কারখানার গেটে ক্ষতিপূরণের দাবি-সহ শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানায় কাজ করার জন্য তাঁদের ন্যূনতম যে সমস্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকার কথা, তার কোনও কিছুই নেই। এমনকী কারখানায় কাজ করার জন্য তাঁদের কোনওরকম পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়নি। কাঁকসার

বাঁশকোপায় বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় রবিবার রাতে কাজ করার সময় হঠাৎ ক্রেনের তার ছিঁড়ে যায়। উপর থেকে লোহার সরঞ্জাম ও লোহার তার ছিঁড়ে শ্রমিকদের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যান দুর্গাপুরের সাগরভাঙার বাসিন্দা সনীশকুমার যাদব (২৮)।

সোমবার সকাল থেকেই কারখানার ভিতরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। শ্রমিকদের দাবি, যতক্ষণ না কারখানা কর্তৃপক্ষ মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করছে এবং অন্য শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে, ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে।

পুরুলিয়ায় রেললাইনে তিন নারীদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : সোমবার কাকভোরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুরি চান্ডিল শাখায় পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী সুইসা স্টেশনের অদূরে রেললাইনের উপরে শোয়ানো তিনটি মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। দেহগুলি এমনভাবে লাইনের উপর রাখা ছিল, যাতে ট্রেন এলেই সেগুলি কাটা পড়ে। তবে দীর্ঘক্ষণ ওই রেল লাইনে কোনও ট্রেন না আসায় দেহগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয়। তিন মহিলার আনুমানিক বয়স ৩৮, ১২ ও ৮ বছর। দেহগুলি পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিকেল অবধি মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, একেবারে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা এবং অরণ্য অঞ্চল হওয়ায় এখানে প্রায়ই অজ্ঞাত দেহ উদ্ধার হয়। বাইরে কোথাও খুন করে দেহগুলি সীমান্তে এনে ফেলে দেওয়া হয়। এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানোর দাবি জানান তাঁরা। রেল পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দেহগুলি শনাক্তকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করবে।

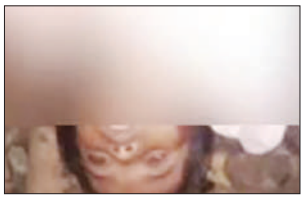

■ এভাবেই লাইনে ফেলে রাখা হয়েছিল মৃতদেহগুলি।

টিএমসিপি প্রতিষ্ঠাদিবস

■ ছাত্র সমাবেশকে সফল করতে ব্লকে ব্লকে জোরদার প্রচারে নেমেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-২ ব্লক, চন্দ্রকোনা কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগ চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী জায়গায় দেওয়াল লিখন কর্মসূচি। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন বিধায়ক অরূপ ধাড়া, কাউন্সিলর অভিজিৎ রায়, শুভজিৎ সাঁতরা, গণেশ দোলুই, শেখ আব্দুল কালাম, রাহুল খান প্রমুখ।

■ প্রতিষ্ঠাদিবসে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে পিংলা বিধানসভা এলাকায় দেওয়াল লিখলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি।

সফটওয়্যার বিভ্রাটে ব্যাহত বাঁকুড়ায় ডাকঘর পরিষেবা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সফটওয়্যার বিভ্রাটে মাসের গোড়া থেকেই রাজ্য জুড়ে ব্যাহত ডাকঘরের পরিষেবা। বিপাকে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও বহু ক্ষেত্রে মিলছে না ন্যূনতম পরিষেবা। বার্ধক্য ও অন্য ভাতা তুলতে নাকাল হতে হচ্ছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ডাকঘরগুলিকে একই সফটওয়্যারের অধীনে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে ডাকবিভাগ। এতদিন মুখ্য, শাখা ও উপশাখা ডাকঘরগুলি ভিন্ন ভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজ করলেও এবার দেশের সমস্ত ডাকঘর একই সফটওয়্যারে কাজ করবে। ৪ অগাস্ট ১৩টি সার্কেলে কাজ শুরু করে, তাতেই বিপত্তি। নতুন সফটওয়্যার ঠিকমতো কাজ না করায় বাঁকুড়া জেলার ৪৮৮টি ডাকঘরের অধিকাংশই কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পরিষেবা। শুধু ডাক পরিষেবাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও তুমুল সমস্যা তৈরি হয়েছে। বহুক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েও ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও পাচ্ছেন না সাধারণ গ্রাহকরা। বহু ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় ব্যঙ্কের সুবিধা না থাকায় বার্ধক্যভাতা-সহ বিভিন্ন ভাতা, এমনকী অবসরকালীন পেনশনও জমা হয় ডাকঘরে। সেই টাকা সময়মতো তুলতে না পেরে ক্ষোভ বাড়ছে গ্রাহকদের। ডাকবিভাগের দাবি, সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

জঙ্গলমহলের গর্ব রেফারি রাজশ্রী মেয়েদের প্রেরণা

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

সামাজিক কুসংস্কার ও বিয়ের চাপকে উপেক্ষা করে স্বপ্নের পথে এগিয়ে চলেছেন জঙ্গলমহলের জাতীয়স্তরের রেফারি রাজশ্রী হাঁসদা। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি অদম্য টান। আজ তিনি শুধু ফুটবল মাঠে নয়, জীবনযুদ্ধেও এক প্রেরণার নাম। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের পারুলিয়া গ্রামের মেয়ে রাজশ্রী, বর্তমানে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের ছাত্রী। ২০২১ সালে জঙ্গলমহল ফুটবল কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে পান সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি। লেখাপড়া ও খেলাধুলো একসঙ্গে চালিয়ে যেতে গিয়ে বহু বাধা এসেছে, কিন্তু হাল ছাড়েননি। ২০১৭-য় গোপীবল্লভপুরে ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের রেফারি প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি চালু হয় জাতীয়স্তরের রেফারি শিক্ষক শুভঙ্কর খামরুইয়ের উদ্যোগে। বর্তমানে বেলিয়াবেড়া থেকে পরিচালিত এই অ্যাকাডেমিতে ১৬ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। অ্যাকাডেমির অন্তত ৮-১০ জন প্রশিক্ষণরত মেয়েকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে বিয়ে আটকানো গেলেও পরে আবার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরের রেফারি মাহি টুডু, মুনি খিলাড়ি, সোনামণি মুর্মু, সন্ধ্যা রানাদেরও একই রকম চাপের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্ব আদিবাসী দিবসের সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁদের স্থায়ী চাকরির আবেদন জানিয়েছেন রাজশ্রী। তাঁর কথায়, রেফারিং করে ম্যাচপিছু টাকা মেলে, কিন্তু সারা বছর ম্যাচ থাকে না। স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হলে আমরা অ্যাকাডেমিকে আরও এগিয়ে নিতে পারব, নিজেরাও স্বাবলম্বী হব। সামনে অসম, গুজরাত-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ম্যাচ রয়েছে। ব্যস্ততার মাঝেও রাজশ্রীর বার্তা, মোবাইলে ডুবে থেকো না, মাঠে নামো, লড়াই করো। সাফল্য একদিন আসবেই।

আমার বাংলা
12 August, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

■ ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশের প্রচারে বেলুড়ে টিএমসিপি'র কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লিখলেন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ অভিষেকের

■ ভাওয়াইয়া সঙ্গীত জগতের নক্ষত্রপতন। চলে গেলেন শিল্পী সিদ্ধেশ্বর রায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। সর্বভাগাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়েই শিল্পীর বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। শিল্পীর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ছড়িয়ে রয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে, আর তাঁর সুরের টান পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্ব দরবারেও।

নেতা খুনে আটক ৫

■ তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে ও তৃণমূল যুব নেতা অমর রায় খুন-কাণ্ডে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুন্ডিবাড়ি থানা পুলিশ। অমর রায় যেদিন খুন হন তার কিছুক্ষণ আগে তাঁর মোবাইলে ফোন বেজে উঠেছিল। মোবাইল ফোনের কল লিস্ট ঘেঁটে দেখে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সিভিককে মার

■ রবিবার রাতে শিলিগুড়িতে পায়েল মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক ভলান্টিয়ারকে মারধরের অভিযোগ উঠল আইনজীবীর বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। ডিসি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ধৃত প্রধান শিক্ষক

■ স্কুলের ছাত্রীদের যৌন হেনস্থা এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক। সোমবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত তমলুকের ১৬ নং ওয়ার্ডের ডহরপুর। পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক দেবদুলাল দাসকে গ্রেফতার করেছে। ডহরপুর তফসিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রীদের লাগাতার শ্লীলতাহানি করতেন বলে অভিযোগ। কয়েকজন নির্যাতিতা বাড়িতে জানালে অভিভাবকরা সোমবার স্কুলে এসে চড়াও হন। ছাত্রীরাও প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তমলুক থানার পুলিশ এলে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অগ্ন্যাশয়ের সঙ্গে জুড়ে খাদ্যনালি, রোগীর প্রাণ ফেরাল এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : জটিল অস্ত্রোপচারে সফলতা পেল কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ। অগ্ন্যাশয়ে জমে থাকা পাথর বের করে খাদ্যনালি জুড়ে দেওয়া সফলভাবে সম্ভব হয়েছে সরকারি হাসপাতালে। দিনহাটার গোসানিমারির বাসিন্দা স্বপ্না রায় দীর্ঘদিন থেকে পেট ব্যথা নিয়ে অসুস্থ ছিলেন। এরপরে ৩০ জুলাই তিনি কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। এরপরে জানা গেছে, চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরে জানতে পারেন তাঁর অগ্ন্যাশয়ে একাধিক পাথর আছে। তবে অগ্ন্যাশয় থেকে পাথর বের করতে হলে জটিল এধরনের অপারেশনের জন্য বেশিরভাগ সময় রোগী ও আত্মীয়রা দক্ষিণ ভারত বা রাজ্যের বাইরে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। এ-ব্যাপারে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন চিকিৎসকরা যাতে তাঁরা ভুল ফাঁদে পা না বাড়িয়ে অহেতুক টাকা ব্যয় না করে সরকারি হাসপাতালের ওপরে ভরসা রাখেন। অবশেষে পরিবারের অনুমতি নিয়ে ১ অগাস্ট মেডিক্যাল কলেজে অপারেশন হয়েছে। আপাতত তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেও দেখা গেছে তিনি পুরোপুরি বিপন্মুক্ত। চিকিৎসক অসিত চক্রবর্তী বলেন, ওই রোগীর অপারেশন অত্যন্ত জটিল ছিল। তবে অগ্ন্যাশয় থেকে পাথর বের করে ফের খাদ্যনালির সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হলেও তা সফল হয়েছে। শীঘ্রই ওই রোগীর ছুটি হবে মেডিক্যাল কলেজ থেকে। স্বপ্না রায়ের পরিবার জানিয়েছে, সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ তাঁদের ভরসার জায়গা। চিকিৎসকদের ধন্যবাদ এই রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্য।

■ রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক অসিত চক্রবর্তী।

সাধারণ মানুষকেই সমস্যা ও কী চাই, জানাতে বললেন জেলাশাসক

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান

সংবাদদাতা, ডেবরা : বিডিও, ডিএম, জনপ্রতিনিধি—কারও কোনও কথা চলবে না। আপনাদের সমস্যা, আপনারাই বলবেন কীভাবে সমাধান হবে। এবং সেই মতোই কাজ হবে। সেজন্যই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি শুরু করেছেন। সোমবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৭ নং মলিঘাটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় জোতহাড়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচিতে এসে এলাকাবাসীর উদ্দেশে

■ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি।

এমনটাই জানান জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি। এলাকার যা সমস্যা তা এলাকাবাসীরাই বলবেন, তাঁরাই সমাধানের রাস্তা বলবেন। আমরা প্রশাসন, দুয়ারে গিয়ে তা করব। জেলাশাসক এদিন পুরো ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি এলাকার মানুষজনের অভিযোগ শোনেন এবং উত্তর দেন। এক ব্যক্তি নিকাশির সমস্যা নিয়ে দেখতে বলেন। কারণ কৃষকদের সমস্যা হচ্ছে। তারও উত্তর দেন জেলাশাসক।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন তৃণমূলের বুথ সভাপতি

সংবাদদাতা, সোনামুখী : গুলি করে খুন করা হল তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে। সোনামুখীর চকাই এলাকায়। বড়জোড়া ব্লকের পকন্না বাজার থেকে প্রতিদিনের মতো আড্ডা দিয়ে চকাই গ্রামে ফিরছিলেন সোনামুখী ব্লকের চকাই বুথের সভাপতি আয়ুব খান। গ্রাম সংলগ্ন ডিভিসি ক্যানেল পাড়ে দুষ্কৃতীরা ৩ রাউন্ড গুলি গুলি চালায় আয়ুবকে লক্ষ্য করে। পিঠে ও মাথায় গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অভিযোগের তির বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে।

ধৃত দাগি চোর টেঠিয়া

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : কখনও মন্দিরে, কখনও বাড়িতে— চুরি করায় বাছবিচার নেই রানিগঞ্জের কুখ্যাত চোর বিকাশ শর্মা ওরফে টেঠিয়ার। চুরি করা আর ধরা পড়া, যেন নৈমিত্তিক ঘটনা। এবার মোবাইলের দোকানে চুরি করতে গিয়ে আবার ধরা পড়ল। ৬ অগাস্ট রাতে রানিগঞ্জের মহাবীর কোলিয়ারি এলাকার সাহেবকুঠি পলাশডাঙায় প্রমোদকুমার রবিদাসের মোবাইলের দোকানের অ্যাসবেস্টসের চালা ভেঙে চুরি হয় ছ'টি মোবাইল ও নগদ প্রায় ৩০ হাজার টাকা। রানিগঞ্জ থানার পুলিশ সিসি ক্যামেরা ফুটেজের তথ্য খতিয়ে দেখে ৭ তারিখেই ধরে ফেলে দাগি চোর টেঠিয়াকে। মন্দিরে, বাড়িতে চুরির দায়ে একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছে সে, শাস্তিও হয়েছে। তারপরও নেশার টানে আবার ফিরে আসে পেশায়।

শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ মহাবনীতে

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ক্ষুদিরাম বসুকে ইংরেজ সরকার ফাঁসি দেয় ১৯০৮ সালের ১১ অগাস্ট। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ১১ অগাস্ট গোটা দেশের পাশাপাশি কেশপুরের মহাবনীতে যথোচিত মর্যাদায় শহিদ দিবস পালিত হয়ে আসছে। তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এবং কেশপুর ব্লক ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শহিদ দিবস পালন করা হল। ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক বরুণ মণ্ডল, প্রতিভা মাইতি, অজিত মাইতি, বিডিও কৌশিক রায় প্রমুখ।

মিথ্যাচার, সাত বছর আগে বিভাসকে তাড়িয়েছিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : ভুয়ো থানা, জাল পুলিশ বিভাস অধিকারীর ঘটনা ইতিমধ্যেই সবাই জেনে গিয়েছেন। মিডিয়া ইতিমধ্যেই বিভাসকে তৃণমূল নেতা বানিয়ে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর, যদিও প্রায় ৭ বছর আগেই তৃণমূল তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বিজেপির বেশ কিছু বড় মাথাদের সাথে এই জালি বিভাসের সখ্য বাড়ে, এবং শেষে নিজেই নতুন দল খুলে বসে।

আসুন এবারে একঝলক দেখে নেই কারা কারা এই জালি বিভাসের পেছনের আসল মাথা। নিচের ছবিটি ভাল করে দেখুন, বিভাস অধিকারীর কোম্পানির অ্যাডভাইজর হলেন পূর্বতন আইপিএস দেবাশিস ধর, যাঁকে গত

বিধানসভার ভোটে নির্বাচন কমিশন কোচবিহারের পুলিশ সুপার করে পাঠায় এবং শীতলকুচিতে গুলিতে ভোটের দিন মানুষের মৃত্যু হয়, আর সেই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় হেরে যান অল্প ভোটে। এরপরে ২০২৪-এর লোকসভার ভোটে এই দেবাশিস বীরভূম কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে মনোনয়ন জমা দেন, কিন্তু পদ্ধতিগত জটিলতায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়।

এই জালি বিভাস যোগীরাজ্যে কার মদতে জালি থানা খুলে প্রতারণার কারবার করছিল, কারওরই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, শুধু গোদি মিডিয়া আপনাকে এগুলোর কথা জানতে দেবে না, এই যা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঝ আকাশে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামাল দিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট। তিরুবনন্তপুরম থেকে দিল্লিগামী বিমান টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ার টার্বুল্যান্সে পড়ে। দেখা দেয় যান্ত্রিক ত্রুটিও। কিন্তু যাত্রীদের কিছুই বুঝতে দেননি পাইলট। বিমানটিকে চেন্নাইয়ে ফিরিয়ে আনেন তিনি

রাজধানী কাঁপাল দলের মহিলা ব্রিগেড

আটকাতেই পারল না দিল্লির পুলিশ

প্রতিবেদন: বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে অশুভ আঁতাতের প্রতিবাদে সোমবার রাজধানীর রাজপথ দাপিয়ে বেড়ালেন তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা। তাঁদের স্লোগানে কেঁপে উঠল দিল্লি। অমিত শাহর পুলিশ সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেও পরোয়াই করল না তৃণমূলের মহিলাবাহিনী। বিজেপি-কমিশনের চুপি চুপি ভোট চুরির চক্রান্তকে বেআব্রু করতে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে সোমবার তৃণমূলের নেতৃত্বে বিরোধী জোটের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও অভিযানে বিশেষভাবে নজর কাড়ল তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের অগ্রণী ভূমিকা। মালা রায়, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেব, মিতালি বাগ, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, প্রতিমা মণ্ডল, মৌসম বেনজির নুর-সহ মহিলা সাংসদরা দিল্লি পুলিশ এবং প্রশাসনকে বুঝিয়ে দিলেন, এসআইআরের নামে প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রশ্নে কোনও আপস নয়। সংসদের মকরদ্বার থেকে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড বুকে নিয়ে, স্লোগান দিতে দিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরের দিকে এগোতে গিয়েই পরিবহণ ভবনের সামনে। পুলিশের ব্যারিকেডে বাধা পেলেন বিরোধী সাংসদরা। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নন তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা। ব্যারিকেডের উপরেই লাফিয়ে উঠে পড়লেন সুস্মিতা দেব, মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ। স্লোগান তুললেন, এসআইআর মানছি না, মানব না। চুপি চুপি ভোটের কারচুপি। তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের সামলাতে হিমশিম খেল অমিত শাহর দিল্লি পুলিশ। সে যেন ঘেমে নেয়ে একসা। মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি বেধে গেল পুলিশের। ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহুয়া মৈত্র এবং মিতালি বাগ। জ্ঞান হারান মহুয়া মৈত্র। চশমা ভেঙে যায় মিতালি বাগের। সাগরিকা ঘোষকে চুল ধরে পোশাক টেনেহিঁচড়ে নিচে নামিয়ে আনে দিল্লি পুলিশ। মমতাবালা ঠাকুরের বাঁ-পা কেটে যায়। সাগরিকা ঘোষ অভিযোগ করেন, পুলিশ মহিলা সাংসদদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। সুস্মিতা দেবের প্রশ্ন, ভোটার লিস্টে যদি কোনও দোষ থাকে তাহলে ২০২৪ সালে মোদি সরকারের ক্ষমতায় আসা কি অবৈধ নয়। যদি তাই হয় তাহলে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক এই সরকারকে। শতাব্দী রায়ের অভিযোগ, মোদি সরকার ভয় পেয়েছে। তাই সাংসদদের আটক করে বাসে ভরছে। এতেই প্রমাণিত হয় নির্বাচন কমিশন কাদের। মহিলা সাংসদের হেনস্থার প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদরা প্রিভিলেজ মোশন আনার কথা ভাবছে। এর জন্যে চিঠি দেওয়া হবে লোকসভার অধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানকে।

■ নির্বাচন কমিশন ঘেরাও অভিযানের পুরোভাগে তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা। সোমবার, রাজধানীর রাজপথে।

দোলা, মমতাবালা, প্রতিমা নির্বাচন কমিশনে

প্রতিবেদন: বজ্র আঁটুনি দিল্লি পুলিশের। তবু রোখা গেল না তৃণমূলের তিন মহিলা সাংসদকে। বিরোধীদের মিছিল পরিবহণ ভবনের সামনে আটকে দিয়ে অমিত শাহর পুলিশ নিশ্চিন্তে ছিল, কোনওভাবেই আর নির্বাচন কমিশন অফিসে পৌঁছতে পারবে না বিরোধীরা। কিন্তু ওই ধস্তাধস্তির মাঝেই পুলিশের চোখ এড়িয়ে নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে পৌঁছে গেলেন তৃণমূলের ৩ মহিলা সাংসদ দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল এবং মমতাবালা ঠাকুর। তাঁদের দেখেই কমিশনের গেটের সামনের অংশ ঘিরে ফেলে পুলিশ। ঢুকতে বাধা দেয় কমিশন অফিসে। কিন্তু দোলারা প্রশ্ন তোলেন, কমিশন সময় দেওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। গেটে দাঁড়িয়েই বুকে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির অশুভ আঁতাতের স্লোগান তোলেন মহিলা সাংসদরা।

এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা তৃণমূলের

প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন পরিচালিত অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে এই মামলা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সোমবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির শুরুতেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সওয়াল করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই মামলাটির সঙ্গে বিহারের ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা 'সার'-র কোনও যোগ নেই। এটা সম্পূর্ণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিষয় নিয়ে দায়ের করা একটি মামলা। তাঁর সওয়াল শোনার পরে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, তাঁরা এসআইআর সংক্রান্ত মূল মামলার সঙ্গেই তৃণমূলের দায়ের করা মামলাটির শুনানি করবেন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্য কান্তর বেঞ্চেই নির্ধারিত আছে এই মামলার শুনানি। এর পরে শীর্ষ আদালতের বাইরে এসে তৃণমূল সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচন কমিশন তাদের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছে। তারা বলতে পারে না কে স্বদেশি, কে বিদেশি। নির্বাচন কমিশন জন্মের শংসাপত্র চাইছে, এটা কোথায় পাবে সাধারণ মানুষ? অনেক মানুষেরই তো জন্মের শংসাপত্র নেই। কমিশন ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড গ্রহণ করছে না কেন?

ওড়িশায় ফের অগ্নিদগ্ধ হয়ে রহস্যমৃত্যু কিশোরীর

প্রতিবেদন: আবার বিজেপি শাসিত ওড়িশায় রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। এবারের ঘটনাস্থল বরগড়। সোমবার সকালে গ্রামের ফুটবল মাঠে পাওয়া গেল ওই কিশোরীর অগ্নিদগ্ধ দেহ। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসার মধ্যেই সবশেষ। বাঁচানো যায়নি তাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় দেখা দেয় তীব্র চাঞ্চল্য। কিন্তু মেয়েটি কীভাবে অগ্নিদগ্ধ হল তা এখনও স্পষ্ট নয় কারও কাছেই। পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সে নিজেই গায়ে আগুন দিয়েছে। কিন্তু কেন? তা কিন্তু বলতে পারেনি কেউই। তাহলে তাকে খুনের উদ্দেশ্যেই কি কেউ বা কারা তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে? কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রাথমিক কথা বলে পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ স্থানীয় ফুটবল মাঠে ১৩ বছরের মেয়েটিকে অর্ধদগ্ধ ও অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, সরকারি আবাসিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল মেয়েটি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রায় ২ সপ্তাহ স্কুলে যেতে পারেনি সে। মেয়েটির বাবা চেন্নাইয়ে শ্রমিকের কাজ করেন। সেই কারণে মা ও ভাইবোনেদের সঙ্গে সে থাকত আত্মীয়র বাড়িতে। লক্ষণীয়, গত এক মাসে এই নিয়ে মোট ৪ ছাত্রীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটল বিজেপির ওড়িশায়।

নিয়োগে বিলম্ব

প্রতিবেদন : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমসে হাজার হাজার পদ শূন্য রয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগে বিলম্ব হচ্ছে। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মালা রায়ের একটি প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান যে, অনুমোদিত পদ এবং শূন্যপদের তথ্য সংসদের কাছে পেশ করা হয়েছে।

নবম শ্রেণিতে বই খুলে পরীক্ষা

প্রতিবেদন: ওপেন বুক এক্সাম! নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা এবার বই খুলে পরীক্ষা দিতে পারবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই নিয়ম চালু হবে। গত জুন মাসে সিবিএসই-র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বোর্ডের সম্মতি নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত শুধু নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু হচ্ছে। পরে অন্যান্য শ্রেণির জন্যও বই খুলে পরীক্ষা দেওয়ার পরীক্ষা চালু করার চিন্তাভাবনা চলছে। পরীক্ষার ফরম্যাট এবং লজিস্টিকগুলিও বুঝতে হবে এই ক্ষেত্রে।

বোর্ড সূত্রে খবর, আগামী ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে এই নিয়ম। এই পরীক্ষাপদ্ধতির নাম ওপেন-বুক অ্যাসেসমেন্ট (ওবিএ)। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ এবং ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন (এনসিএফএসই) ২০২৩-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পরীক্ষাপদ্ধতি আনা হবে।

দিল্লিকে পথকুকুর মুক্ত করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন: রাজধানী দিল্লির সমস্ত লোকালয়কে অবিলম্বে পথকুকুর মুক্ত করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, দিল্লি থেকে সমস্ত পথকুকুরদের সরিয়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সোমবার দিল্লি সরকার এবং পুরসভাকে অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ। বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, কোনও সংগঠন এই কাজে বাধা দিলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ-ব্যাপারে কোনও পশুপ্রেমী সংগঠনের সঙ্গে কথা নয়। আদালত কথা বলবে শুধুমাত্র সরকারের সঙ্গেই। বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, সরকার, দিল্লি পুরসভা এবং নয়াদিল্লি পুরসভাকে জরুরিভিত্তিতে কাজ শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে তৈরি করতে হবে বিশেষ দল। প্রশাসনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হবে সমস্ত এলাকা থেকে পথকুকুর সরিয়ে ফেলা। এই পদক্ষেপের প্রশ্নে কোনও আপস নয়। সম্প্রতি দিল্লি এবং লাগোয়া এলাকায় পথকুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এই নিয়ে গভীর উদ্বেগপ্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। পদক্ষেপ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তথ্যের দাবি, গত ৬ মাসে দিল্লিতে ৪৯ জনের জলাতঙ্ক হয়েছে। পথকুকুর কামড়েছে ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিকে পশু অধিকার রক্ষাকর্মী মানেকা গান্ধীর মন্তব্য, সংবাদপত্রের একটি অসত্য রিপোর্টের ভিত্তিতে এই নির্দেশ।

দেশ বিদেশ

12 August, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাজা সিটির আলসিফা হাসপাতালের বাইরে রবিবার সাংবাদিকদের তাঁবু লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা তাতে মৃত্যু হয়েছে আল জাজিরা সংবাদমাধ্যমের ৫ সাংবাদিকের

বিহারে এবার বেড়ালের নামে শংসাপত্রের আবেদন

প্রতিবেদন: যত কাণ্ড বিহারে! আগে ছিল কুকুর, ট্রাক্টর। আর এবার বেড়ালের নামে বাসিন্দা শংসাপত্রের আবেদন করা হল বিহারে। আবেদনকারীর নাম 'ক্যাটকুমার'। বাবার নাম 'ক্যাটি বস' এবং মায়ের নাম 'ক্যাটিয়া দেবী'। এই আবেদন নজরে আসতেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এনডিএ শাসিত রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা চলছে, এই ঘটনা তারই নমুনা।

রোহতাসের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উদিতা সিং রাজস্ব কৌশল প্যাটেলকে নির্দেশ দিয়েছেন নাসরিগঞ্জ থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে।

কিছুদিন আগেই বিহারে একই ধরনের দুটি ভুয়ো আবেদন জমা পড়েছিল। একটিতে পাটনা জেলার মাসৌরি সার্কেলের অধীনে এক পঞ্চায়েতে আবেদনকারীর নাম ছিল 'ডগবাবু' এবং অন্যটিতে 'সোনালিকা ট্রাক্টর'। এই ভুয়ো আবেদনগুলির ঘটনায় তদন্ত শুরু হয় এবং সেই সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়। সরকারি কাজে বাধা দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে এবং গ্রেফতারের পর অতিরিক্ত ধারাও যোগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রশাসন নিয়ে ছেলেখেলা

'বিহার রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট'-এর আওতায় রাজ্যের বাসিন্দারা অনলাইনে বাসিন্দা শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন। কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট নথিপত্র যাচাই করে তবেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা শংসাপত্র জারি করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বারবার এধরনের ঘটনা ঘটতে থাকায় নীতীশ কুমারের রাজ্যে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা পড়ছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা ও ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে একাধিক অভিযোগের মধ্যেই বিহারে একাধিক প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার এমন ছবি সামনে আসছে। ইতিমধ্যেই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বিধানসভা ভোটের মুখে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর বিরোধিতা করে দেশজুড়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। নির্বাচন কমিশনের তালিকায় গুচ্ছ গুচ্ছ ভুল ভোটারদের রাজনৈতিক অধিকার কাড়ার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে সরব বাংলার শাসক দল তৃণমূল।

আমেরিকায় দাঁড়িয়ে পারমাণবিক হুমকি!

প্রতিবেদন: আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতকে এক্তিয়ারবহির্ভূতভাবে হুমকি দিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। অন্য দেশে বসে পাক সেনাপ্রধানের এই মন্তব্যের কড়া নিন্দা করল ভারত। বিদেশ দফতরের মতে, এই মন্তব্যগুলি কার্যত 'পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলিং' এবং চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব এক্তিয়ারবহির্ভূত ও দিশাহীন আচরণ করছে বলে মন্তব্য নয়াদিল্লির।

পাক সেনাপ্রধান মুনিরের ব্ল্যাকমেলিং নিন্দনীয়: ভারত

কী বলেছেন মুনির? ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়েছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। ফ্লোরিডার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমরা একটি পরমাণু শক্তিধর দেশ। যদি দেখি আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি তবে অর্ধেক বিশ্বকে নিয়ে আমরা ধ্বংস হব। রাজনৈতিক মহলের মতে, এভাবে আমেরিকায় দাঁড়িয়ে অন্য কোনও দেশ পরমাণু হুমকি দেওয়া কার্যত নজিরবিহীন। অনেকেই মনে করছেন, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে পাকিস্তানের উপর ব্যাপক চাপ তৈরি করেছে ভারত। পাকিস্তান সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে বলে সাফ জানিয়েছে ভারত। এতেই সংকট বেড়েছে পাকিস্তানের। সন্ত্রাসে রাশ টানার বদলে ভারতকে দোষারোপের রাস্তা নিয়েছে পাকিস্তান। চাপে পড়ে সেনাপ্রধান তাই অন্য দেশ থেকেই ভারতকে হুমকি দিচ্ছেন। মুনির বলেছেন, ভারত যদি জল আটকাতে বাঁধ তৈরি করে তাহলে আমরা দশটা মিসাইল ছুঁড়ে সেই বাঁধ ধ্বংস করে দেব। সিন্ধু নদ ভারতের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। আমাদের কাছেও ক্ষেপণাস্ত্র কিছু কম নেই। পাক সেনাপ্রধানের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মুনিরের মন্তব্যগুলি পারমাণবিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অখণ্ডতা সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সন্দেহকেই আরও শক্তিশালী করল। পাকিস্তান এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সামরিক বাহিনী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে। বিদেশমন্ত্রক আরও বলেছে, এই ধরনের মন্তব্যের মধ্যে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিহিত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একটি 'বন্ধুত্বপূর্ণ' তৃতীয় দেশের মাটি থেকে এমন হুমকি দেওয়া 'দুর্ভাগ্যজনক'। নয়াদিল্লি তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলিং-এর কাছে নতিস্বীকার করবে না এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ চালিয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, জেনারেল মুনির ফ্লোরিডার টাম্পায় পাকিস্তানি প্রবাসী সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, যদি পাকিস্তানের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, তবে তারা বিশ্বের অর্ধেক অংশকে সঙ্গে নিয়ে ডুবে যাবে। মুনিরের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আমরা একটি পারমাণবিক জাতি। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ডুবে যাচ্ছি, তবে আমরা বিশ্বের অর্ধেককে সঙ্গে নিয়ে ডুবে যাব। আমেরিকার মাটি থেকে কোনও তৃতীয় দেশকে পারমাণবিক হুমকি দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম।

বাংলায় কথা বললেই পরিযায়ীদের হেনস্থা, ফের সরব অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের চূড়ান্ত হেনস্থা নিয়ে লোকসভায় কেন্দ্রের জবাব চাইলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখিত প্রশ্নে তিনি জানতে চান, বাংলায় কথা বললেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট তথ্য ছাড়াই কেন আটক করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, দেশের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। কেন্দ্রের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের কাছ থেকে অভিযোগের সদুত্তর চেয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু প্রতিবারের মতোই মোদি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক মূল সমস্যা এড়িয়ে গিয়েছে এবং তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অভিষেকের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ছিল, দেশের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা এবং প্রকৃত অবস্থা জানানো হোক। বাংলায় কথা বললেই কেন পরিযায়ীদের হেনস্থা করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা জানতে চাওয়া হয়। সমস্ত জবাব এড়িয়ে মন্ত্রী ই-শ্রম পোর্টালের ব্যাখ্যা দিয়েই দায় সেরেছেন।

ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ক্ষমার আর্জি প্রত্যাখ্যান মৃতের পরিবারের

প্রবল টানাপোড়েন, সুতোয় ঝুলে নিমিশার ভাগ্য

প্রতিবেদন: কার্যত সুতোয় ঝুলছে কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়ার ভাগ্য। ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার পরিবার তাঁকে বাঁচাতে ক্ষমার আবেদন করলেও মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। গত মাসে ইয়েমেনের আল-হুতি সরকার নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত সাময়িক স্থগিত থাকলেও প্রবল টানাপোড়েন অব্যাহত।

প্রসঙ্গত, কেরলের নার্স নিমিশা প্রিয়া ২০১৭ সালে ইয়েমেনীয় নাগরিক তালাল আব্দো মাহদীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হন। প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড ১৬ জুলাই কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সেদিন তা স্থগিত হওয়ার পর কেরলের মুসলিম ধর্মীয় নেতা এবং অল ইন্ডিয়া জামিয়াতুল উলামা-এর সাধারণ সম্পাদক কান্থাপুরম এ পি আবু বকর মুসলিয়ার দাবি করেছিলেন যে তাঁর হস্তক্ষেপেই এই স্থগিতাদেশ সম্ভব হয়েছে। গত সপ্তাহে কান্থাপুরমের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছিল প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়েছে। যদিও পরে সেই দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এদিকে এই অচলাবস্থার

সোমবার নিহত তালালের ভাই আবদুল ফাতাহ মেহদি তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, আমরা কান্থাপুরম বা হাবিব ওমর ইবন হাফিজের কার্যালয়ের সঙ্গে তালাল-এর পরিবারের কোনও সদস্যের সরাসরি বা অন্য কোনও মাধ্যমে সাক্ষাৎ বা আলোচনার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। ইসলাম হল সত্যের ধর্ম, বিকৃতি বা মিথ্যাচারের নয়। যদি খবরটি সত্যি হত, তবে আমরাই প্রথম তা ঘোষণা করতাম। কান্থাপুরম একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে তাঁর এই প্রচেষ্টা কেবল কর্তব্যবোধ থেকেই, কোনও স্বীকৃতির জন্য নয়। এই মন্তব্যের একদিন পরেই তালালের ভাইয়ের এই প্রতিক্রিয়া এল। এর আগে কান্থাপুরম বলেছিলেন যে ইয়েমেনের সুফি নেতা শেখ হাবিব ওমর বিন হাফিজ-এর প্রতিনিধিরা তালালের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এর ফলেই প্রিয়ার সাজা স্থগিত হয়েছে। তালালের ভাই এখন সেই দাবি অস্বীকার করেছেন। মাত্র দু'দিন আগে তালালের ভাই বলেছিলেন যে তিনি প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষের কাছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তারিখ নির্ধারণের জন্য আবেদন করেছেন, কারণ 'প্রতিশোধের কোনও বিকল্প নেই'। এর আগে ভারতের বিদেশমন্ত্রক কান্থাপুরমের ভূমিকা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল গত মাসে বলেছিলেন, যে সংস্থার ভূমিকার কথা বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে আমার কাছে জানানোর মতো কোনও তথ্য নেই।

প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার ফারাক

প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে কেন্দ্রের পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠে গেল। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর প্রশ্নের জবাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং-এর দেওয়া তথ্যে একাধিক প্রকল্পের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে সেই প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা এবং সুফল কতটা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। কিন্তু এই প্রকল্পগুলির বাস্তব সুফল কী, কতজন কৃষক লাভবান হয়েছেন বা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রকৃত আর্থিক সহায়তা কতটা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে নিরুত্তর কেন্দ্র।

জলবায়ু

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সমতল থেকে দূষিত ধাতব কণা মিশছে মেঘে। সেই মেঘ পাহাড়ের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। এর থেকে হতে পারে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি

মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের ব্যাকরণ

ফের উত্তরাখণ্ডে প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ দেখল গোটা পৃথিবী। প্রাণহানি-সহ নিখোঁজ বহু মানুষ। খবর অনুযায়ী মেঘ ফেটে সৃষ্টি হওয়া হড়পা বান এর জন্য দায়ী। সত্যি কি তাই নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও অন্য কারণ? এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন আবহাওয়াবিদ

ড. রামকৃষ্ণ দত্ত

মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বান

কিছুদিন আগেই উত্তরকাশীতে ঘটে গেল বড়সড় বিপর্যয়। খবর অনুযায়ী, মেঘ ফেটে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে হড়পা বানের। ভেসে গিয়েছে বহু গাড়ি, বাড়ি। ক্ষয়ক্ষতি অনেক। বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে আমরা তত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধে বেশি জানতে পারছি। ইদানীং মেঘ ভাঙা বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা বান ঘটিত দুর্যোগের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত মেঘ ভাঙা বৃষ্টি আর হড়পা বান, ঘটনা দুটি একটু ধোঁয়াশা যুক্ত। আবহাওয়া বিজ্ঞানে, যদি কখনও দৈর্ঘ্যে ১০ কিলোমিটার ও প্রস্থে ১০ কিলোমিটার জায়গায় ১ ঘণ্টায় ন্যূনতম ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, তখন বলা হবে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। ওই ১০ কিমি X ১০ কিমি জায়গার সমস্ত বৃষ্টি একত্রিত করলে, মোট বৃষ্টির পরিমাণ দাঁড়াবে ১ কোটি ঘন মিটার জলের সমান। কল্পনা করা যেতে পারে, যদি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও ইডেন উদ্যান স্টেডিয়াম দুটিকে সুবিশাল কড়াই ধরা হয়, তবে এই দুটি কড়াই জল ভর্তি করতে ১ কোটি ঘন মিটার জলের দরকার। কখনও কখনও মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ২৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিও হতে পারে। তখন ওই স্থানে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জলের পরিমাণ হবে এই রকম ৫ কড়াই (স্টেডিয়াম) ভর্তি জল। স্বাভাবিক ভাবেই, উল্লিখিত মেঘ ভাঙা বৃষ্টি আরও বেশি অঞ্চলে ঘটলে, সেই জল রাখতে এইরকম আরও বেশি কড়াইয়ের প্রয়োজন হবে। তবে মনে রাখতে হবে, অন্য কোনওভাবে এই পরিমাণ জল সঞ্চয় করলে তখন মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জল বলা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে, কোনও কোনও জায়গাতে মাটি খনন করে কুয়ো বানালেই প্রচণ্ড বেগে জল ভূমি সমতলের ওপরে উঠে আসে, অনেকটা জায়গা প্লাবিত হয়ে যায়। কোনও পাম্পের প্রয়োজন হয় না, নাম আর্টিসিয়ান কুয়ো। এই আর্টিসিয়ান কুয়োর সাহায্যে অস্ট্রেলিয়াতে অনাবৃষ্টির সময় কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়। মার্কিন আবহাওয়া সংস্থা ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস অনুযায়ী, বৃষ্টিপাতের ফলে ৬ ঘণ্টারও কম সময়ে বন্যার সৃষ্টি হলে তাকে হড়পা বান বলা হবে। বলা বাহুল্য, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সংক্ষেপে ডিভিসি-র বাঁধের জল ছাড়ার জন্য যদি ৬ ঘণ্টার মধ্যে বন্যা হয় তখন কিন্তু হড়পা বান বলা যাবে না। কেননা হড়পা বান শুধু অতি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনা।

মেঘ ভাঙা বৃষ্টিই কি কারণ

মোটামুটিভাবে ১) পৃথিবীর বিষুবরেখার ২০ ডিগ্রি ল্যাটিটুডের বাইরে, যেখানে পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত বল বেশি, ২) নিরবচ্ছিন্ন জলীয় বাষ্প সরবরাহ, ৩) পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে ঊর্ধ্বাকাশে অনিয়মিত পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়া বাতাসের বাতিক্রান্ত প্রভাব ও নানারকম তাপমাত্রার তারতম্যজনিত বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বাকাশে অস্থিরতা। ৪) ভারতীয় উপমহাদেশে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অক্ষরেখা যখন স্বাভাবিক অবস্থার উত্তরদিকে থাকে (ব্রেক মনসুন) তখন হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে (যেমন উত্তরকাশী অঞ্চল) মেঘ ভাঙা বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। যদিও মেঘ ভাঙা বৃষ্টির মাপকাঠি হচ্ছে অন্তত দৈর্ঘ্যে ১০ কিলোমিটার ও প্রস্থে ১০ কিলোমিটার জায়গায় ১ ঘণ্টায় ন্যূনতম ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। এর কোনও অন্যথা হলে তাকে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি বলা হবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গত ৫ অগাস্ট উত্তরকাশীতে যে বিপর্যয় খবরে প্রকাশ মেঘ ভাঙা বৃষ্টির থেকে সৃষ্ট হড়পা বানেই ঘটেছে বিপত্তি। অথচ হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অনেক পর্যক্ষণ মন্দির আছে, কিন্তু কোথাও মেঘ ভাঙা বৃষ্টির শর্ত অনুযায়ী বৃষ্টি হয়নি। উপরন্তু আশপাশে ৫০০ কিমির মধ্যে আবহাওয়া রাডার না থাকলেও বর্তমানে অতি সংবেদনশীল উপগ্রহ চিত্র আছে। এই উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করেও মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ ওই দিন ওই স্থানে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়নি বলেই ধরে নেওয়া যায়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে হড়পা বান অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব প্রশ্ন হল, তাহলে এই বিধ্বংসী ভয়াবহ জলের বান কথা থেকে এল।

উত্তরাখণ্ড হড়পা বানের নেপথ্যে

কিছুদিন আগেও মাটি, পাথর, কয়লা সমেত খনিজ খাদানগুলিতে বিশেষত কোদাল, বেলচা, গাঁইতি, শাবল ইত্যাদি হাত নির্ভর যন্ত্র ব্যবহার হত। সেই কারণে তখন ওপেন কাস্ট খাদান করা সম্ভব ছিল না। রাস্তা তৈরিতেও বড় পাথর, পাহাড় ইত্যাদি জায়গা বাদ দিয়ে করা হত। কিন্তু বর্তমানে ভারতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে। আর্থ মুভার-সহ নানারকম অতিকায় বুলডোজার এখন হাতের মুঠোয়। তাই উত্তর ভারতে হিমালয় পাদদেশ সংলগ্ন ৮৬০০ ফুট উচ্চতা থেকে ১৪০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ১২০০০ কোটি টাকার বিনিময়ে রাস্তা তৈরি অনেকদিন হল শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ কতটা পরিবেশবান্ধব তা প্রশ্নাতীত নয়। ভয়ানক শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, পাথর পাহাড় গুঁড়িয়ে, কখনও গভীর খনন করে, বিশাল গাছ উপড়ে রাস্তা তৈরির কাজ সগর্বে, স্বমহিমায় এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের ঢাল বরাবর উঁচুর দিকে যাওয়ার জন্য, ও রাস্তার প্রয়োজনীয় উন্নতি বজায় রাখতে কখনও কখনও পাহাড়ের নানা গভীর স্তর পর্যন্ত ভাঙতে হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ জলস্তর পর্যন্ত কোথাও কোথাও এই খননকাজ পৌঁছে জল বেরিয়ে আসছে। এর ফলে এই জল, আশপাশের নিচু নালা দিয়ে নদীতে এসে ও সামান্য বৃষ্টির সহায়তায় প্রচণ্ড বেগে নিচে চলে আসা অসম্ভব নয়। যা হড়পা বানের সমতুল্য। এই অভ্যন্তরীণ জলস্তরের জল পাহাড়ের উপরের লেকের জলের গভীরতা বজায় রাখে, লেক শুকিয়ে যায় না, এর জন্য কোনও পাম্পের প্রয়োজন হয় না। রাস্তা তৈরির ফলে যদি এই অভ্যন্তরীণ জলস্তরের জলরাশি ক্রমাগত নদীতে চলে আসে, তবে কোনও দিন হয়তো পাহাড়ের উপরের লেকের জল নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। ঘটনাটি অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার আর্টিসিয়ান কুয়োর মতো। পার্থক্য একটাই, ওখানে এই বিনা পয়সার কুয়োর জল সমতল ভূমিতে কৃষিকাজে লাগছে, আর এখানে পাহাড়ে হড়পা বানের পরিস্থিতি তৈরি করছে।

রাত ৮টায় ম্যাচ থাকলে ৫টা পর্যন্ত ঘুমোয়। টিম মিটিংয়ে আবার ঘুম। সিমরন হেটমেয়ারের কীর্তি ফাঁস সঞ্জু সামসনের

রোনাল্ডোর জোড়া গোল, তবু হার আল নাসেরের

আলমেরিয়া, ১১ অগাস্ট : আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিকের পর এবার জোড়া গোল! ৪০ বছর বয়সেও অপ্রতিরোধ্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে সিআর সেভেনের জোড়া গোল সত্ত্বেও প্রস্তুতি ম্যাচে স্প্যানিশ ক্লাব আলমেরিয়ার কাছে ২-৩ গোলে হেরেছে আল নাসের।

রোনাল্ডোকে দেখার জন্য প্রস্তুতি ম্যাচেও স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন ১৮ হাজারেরও বেশি ফুটবলপ্রেমী। কিন্তু খেলার শুরুর ৬ মিনিটের মধ্যেই সার্জিও আরিবাসের গোলে এগিয়ে যায় আলমেরিয়া। যদিও ১১৭ মিনিটেই ১-১ করে দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। দুই সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স ও সাদিও মানের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়ার ফসল রোনাল্ডোর এই গোল। ৩৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আল নাসেরকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন পর্তুগিজ মহাতারকা। কিন্তু ৪৩ মিনিটে আদ্রি এমবারবা গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় আলমেরিয়া। ৬১ মিনিটে আল নাসের গোলকিপারের ভুলে ফের গোল করে আলমেরিয়ার জয় নিশ্চিত করেন এমবারবা।

তবে গোটা ম্যাচে রোনাল্ডোকে নিয়ে দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। দীর্ঘদিন পর ফের স্পেনের মাটিতে খেললেন সিআর সেভেন। তাঁর পায়ে বল পড়লেই চিৎকারে ফেটে পড়েছে গোটা স্টেডিয়াম। গোল করে রোনাল্ডো যখন চিরাচরিত ভঙ্গিতে উৎসব করেছেন, তখন সিউ সিউ চিৎকারে উত্তাল হয়ে উঠে স্টেডিয়াম। তবে এতকিছুর পরেও দলকে জেতাতে না পেরে হতাশ রোনাল্ডো। গত মরশুমে আল নাসেরকে কোনও ট্রফি জেতাতে না পারলেও, রোনাল্ডো ছিলেন ক্লাবের সর্বোচ্চ গোলদাতা। এবারও নতুন মরশুমের আগে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলিতে ৭ ম্যাচে ইতিমধ্যেই ১০ গোল করে ফেলেছেন রোনাল্ডো। বয়স যে তাঁর কাছে নিছকই একটা সংখ্যা, সেটা বারবার প্রমাণ করে চলেছেন।

এনগেজমেন্ট হল রোনাল্ডো-জর্জিনার

লিসবন, ১১ অগাস্ট : প্রায় এক যুগ একসঙ্গে কাটিয়ে দেওয়ার পর অবশেষে এনগেজমেন্ট হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জর্জিনা রডরিগেজের। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে এই খবর জনসমক্ষে এনেছেন জর্জিনা স্বয়ং। দুজনের দুটি সন্তান রয়েছে। এছাড়া রোনাল্ডোর আরও তিনটি সন্তান আছে। কিভাবে এই খবর দিলেন জর্জিনা? তিনি সোমবার ওয়েডিং ফিঙ্গারে বিশাল একটি রিংয়ের ছবি দিয়ে লিখেছেন, ইয়েস আই ডু। ইন দিস অ্যান্ড ইন অল মাই লাইভস। ৩১ বছর বয়সী আর্জেন্টিনাজাত জর্জিনা আদতে মডেল। আর ফুটবল সুপারস্টার রোনাল্ডো সম্প্রতি তাঁর ৪০ তম জন্মদিন পালন করেছেন।

কোর্টে ফিরছেন ফেডেরার

সাংহাই, ১১ অগাস্ট : অবসরের তিন বছর পর ফের কোর্টে ফিরছেন রজার ফেডেরার! ২০২২ সালে লন্ডনে লেভার কাপ খেলে ২৪ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারের ইতি টেনেছিলেন সুইস টেনিস কিংবদন্তি। শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন প্রিয় বন্ধু রাফায়েল নাদালের সঙ্গে জুটি বেঁধে। ম্যাচ শেষ লন্ডনের ও-টু অ্যারিনায় উষ্ণ বিদায়ী সংবর্ধনাও পেয়েছিলেন। ফেডেরারকে সম্মান জানাতে উপস্থিত ছিলেন নোভাক জকোভিচ, অ্যান্ডি মারেও।

যদিও ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী ফেডেরারকে ফের র‍্যাকেট হাতে কোর্টে দেখা যাবে। আগামী ১০ অক্টোবর সাংহাইয়ের কিউঝং স্টেডিয়ামে 'রজার অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' সেলিব্রিটি ডাবলস ইভেন্টে অংশ নেবেন তিনি। এই প্রদর্শনী ম্যাচে ফেডেরারের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন অভিনেতা উ লেই, মার্শাল আর্টস বিশেষজ্ঞ তথা অভিনেতা ডনি ইয়েন এবং প্রাক্তন ডাবলস তারকা ঝেং জি।

একটি ভিডিও পোস্টে ফেডেরার নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, হ্যালো, আমি রজার। সাংহাই রোলেক্স মাস্টার্সে ফিরতে পেরে আমি দারুণ খুশি। সংহাই সব সময়ই আমার কাছে প্রিয় শহর। এখানের প্রচুর স্মৃতি রয়েছে এবং অবশ্যই খেলার প্রতি ভালবাসাও। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১ অক্টোবর শুরু হবে সাংহাই ওপেন। আর এই টুর্নামেন্ট চলাকালীনই হবে ফেডেরারে সেলিব্রিটি ডাবলস ইভেন্ট।

৪১ বছরের ফেডেরার নিজের খেলোয়াড় জীবনে দু'বার সাংহাই মাস্টার্সের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছিলেন। শেষবার তিনি এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন ২০১৭ সালে। ফলে আট বছর পর ফের সাংহাইয়ের কোর্টে র‍্যাকেট হাতে দেখা যাবে সুইস কিংবদন্তিকে।

লিভারপুলকে হারিয়ে ট্রফি জিতল ক্রিস্টাল প্যালেস

লন্ডন, ১১ অগাস্ট : এফএ কাপ জয়ের পর এবার কমিউনিটি শিল্ডও ঘরে তুলল ক্রিস্টাল প্যালেস। তিন মাসে আগে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে এফএ কাপ জিতেছিল প্যালেস। এবার সেই ওয়েম্বলিতেই প্রিমিয়ার লিগের আরেক প্রধান লিভারপুলকে টাইব্রেকারে হারিয়ে প্রথমবার কমিউনিটি শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হল তারা। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ২-২। এরপর পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে বাজিমাত করে প্যালেস।

ট্রফি নিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের উৎসব।

অথচ খেলা শুরুর চার মিনিটের মধ্যেই নতুন রিক্রুট উগো একিতিকের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুল। ১৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে প্যালেসকে সমতায় ফেরান জাঁ ফিলিপ মাতেতা। কিন্তু ১৭ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় লিভারপুল। এবারের গোলদাতা আরেক নতুন রিক্রুট জেরেমি ফ্রিমপং। সতীর্থ ডমিনিক সোবোসলাইয়ের বাড়ানো পাস থেকে বল পেয়ে চমৎকার প্লেসিংয়ে গোল করেন ফরাসি ডিফেন্ডার। তবে ৭৭ মিনিটে ইসমাইলা সারের গোলে ২-২ করে দিয়েছিল প্যালেস। ম্যাচের বাকি সময় কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি।

নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ ড্র হওয়াতে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে গোল করতে ব্যর্থ হন লিভারপুলের মহম্মদ সালাহ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিয়েস্টার এবং হার্ভি এলিয়ট। অন্যদিকে, প্যালেস নিজেদের পাঁচটি শটের মধ্যে তিনটিতেই লক্ষ্যভেদ করে কমিউনিটি শিল্ড ছিনিয়ে নেয়।

তবে এমন দিনেও অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী রইল ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম। ফাইনাল শুরু হওয়ার আগে পথ দুর্ঘটনায় নিহত লিভারপুল তারকা দিয়েগো জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালনের সময় এক শ্রেণির দর্শকের চিৎকারে সময়ের আগেই তা শেষ করে দিতে বাধ্য হন রেফারি।

এশিয়া কাপ

সূর্য-হার্দিকের ফিটনেসে প্রশ্ন

মুম্বই, ১১ অগাস্ট : আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। তার আগে সূর্যকুমার যাদব ও হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে চাপে বোর্ড! দুই ক্রিকেটারেরই ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে। বিসিসিআই সূত্রের খবর, আগামী ১১ ও ১২ অগাস্ট বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস টেস্ট দেবেন হার্দিক। তারকা অলরাউন্ডার জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকেই মুম্বইয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে ব্যাটে-বলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হার্দিক। সাদা বলের ফরম্যাটে তিনি টিম ইন্ডিয়ার বড় ভরসা। তবে তাঁর হালকা চোট রয়েছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতের মাটিতে বসবে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। তাই হার্দিককে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না বোর্ড। এদিকে, জুন মাসে জার্মানিতে হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছে সূর্যকুমারের। জানা গিয়েছে, তাঁর পুরপুরো সুস্থ হয়ে উঠতে আরও অন্তত একটা সপ্তাহ সময় লাগবে। এই মুহূর্তে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছেন সূর্য। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে নেটে ব্যাটিং করার একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। শরীরচর্চা করতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। হার্দিকের মতো সূর্যকে নিয়েও তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না নির্বাচকরা।

তোমার আগ্রাসন আসে হৃদয় থেকে

সিরাজের প্রশংসায় কিরমানি

কিরমানির আত্মজীবনী প্রকাশ অনুষ্ঠানে অমরনাথ, সিরাজ ও আজহার।

হায়দরাবাদ, ১১ অগাস্ট : মহম্মদ সিরাজে মজে সৈয়দ কিরমানি। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটকিপারের আত্মজীবনী 'স্টাম্পড-বিহাইন্ড অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য টোয়েন্টি টু ইয়ার্ডস' প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিরাজ, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, মোহিন্দর অমরনাথের মতো ক্রিকেট তারকারা। সেই অনুষ্ঠানে সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজে সিরাজের পারফরম্যান্সের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কিরমানি বলেন, তুমি ইংল্যান্ডে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছ। তোমাকে অভিনন্দন। নিজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে দেশকে গর্বিত করেছ। এই ধরনের আগ্রাসী মনোভাব আসে সরাসরি হৃদয় থেকে। ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আগামী দিনেও দেশকে গর্বিত করবে, এটাই আশা।

পাল্টা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সিরাজ বলেন, ১৯৮৩ সালে আপনারা যখন বিশ্বকাপ জিতেছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়নি। এই আত্মজীবনী আপনার জীবনের প্রেরণা এবং অনুপ্রেরণার গল্প। আমি অনেক ক্রিকেটারের কাছে শুনেছি, আপনি উইকেটের পিছনে কতটা অসাধারণ ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটে আপনার বিরাট অবদানের জন্য ধন্যবাদ।

ভারতের হয়ে ৮৮ টেস্টে ১৯৮ শিকার করা কিরমানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আজহার। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেন, কিরি ভাই ভারতের তো বটেই বিশ্বের সর্বকালের সেরা উইকেটকিপারদের একজন। ওঁর মতো ক্রিকেটার বিশ্ব খুব কমই দেখেছে। আমি তরুণ উইকেটকিপারদের পরামর্শ দেব, কিরি ভাইয়ের ভিডিও দেখে নিজেদের আরও দক্ষ করে তোলার জন্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

12 August, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুর মিটে লং জাম্পে সোনা জিতলেন মুরলী শ্রীশঙ্কর

শেষ আটে ডায়মন্ড হারবার

ডুরান্ড কাপ

প্রতিবেদন : প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে নেমেই, কোয়ার্টার ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পর, কলকাতার তৃতীয় দল হিসাবে ছাড়পত্র আদায় করে নিল কিবু ভিকুনার দল। আয়োজকরা এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। তবে যা পরিস্থিতি, তাতে জবি জাস্টিনদের শেষ আটে খেলা প্রায় নিশ্চিত।

সোমবার গ্রুপ 'সি'-র ম্যাচে ইন্ডিয়ান আর্মি ৪-২ গোলে লাদাখ এফসিকে হারানোর পরেই ডায়মন্ড হারবারের নকআউটের টিকিট পাকা হয়ে যায়। শিলং লাজং এফসি, ডায়মন্ড হারবার, নামধারী এফসি এবং ইন্ডিয়ান আর্মি—এই চারটি দলই ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নিজের নিজের গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে

থাকার সুবাদে সেরা দু'টি দ্বিতীয় দল হিসাবে লাজং ও ডায়মন্ড হারবার পরের রাউন্ডে ওঠার পথে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ আটের সূচি ঘোষণা করবে ডুরান্ড কমিটি।

সোমবার কোচ এবং ফুটবলারদের নিয়ে গেট টুগেদারের আয়োজন করেছিল ডায়মন্ড হারবার কর্তৃপক্ষ। সেখানে কিবুর সঙ্গে বৈঠক করেন সচিব তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সহ-সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেখানে মোহনবাগান ম্যাচের হার নিয়ে কোচের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ভুলত্রুটি কাটাছেঁড়ার পাশাপাশি দল যাতে ভাল পারফরম্যান্স করে, তা নিয়েও আলোচনা হয়।

এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে ফের মাঠে নামছে ডায়মন্ড হারবারের রিজার্ভ দল। বিধাননগর পুরসভার মাঠে প্রতিপক্ষ ক্যালকাটা পুলিশ। শেষ ম্যাচে পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে আটকে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত কলকাতা লিগের গ্রুপ 'বি'-র চতুর্থ স্থানে রয়েছে তারা। তবে লিগে এখনও অপরাজিত ডায়মন্ড হারবার। সহকারী কোচ অভিষেক দাসের বক্তব্য, এই ম্যাচটা জিতে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। তবে সিনিয়র দলের কোনও ফুটবলার কাল খেলবে না। কলকাতা লিগে যারা খেলছে, তাদের নিয়েই মাঠে নামব।

লোকসভায় পাশ হল জাতীয় ক্রীড়া বিল

নয়াদিল্লি, ১১ অগাস্ট : সোমবার লোকসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গেল জাতীয় ক্রীড়া বিল। যাকে স্বাধীনতার পর ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে সবথেকে বড় সংস্কার বলে দাবি করছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। এদিন বেলা দুটোর পর লোকসভা ফের বসলে, জাতীয় ডোপিং বিরোধী বিলও পাশ হয়ে যায়।

জাতীয় ক্রীড়া বিল পাশের পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বলেন, স্বাধীনতার পর ক্রীড়াক্ষেত্রে সবথেকে বড় সংস্কার এই বিল। এই বিলের সাহায্যে দেশের ক্রীড়া সংস্থাগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা, বিচার নিশ্চিত করা এবং সেরা প্রশাসনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেকটি ক্রীড়া সংস্থাকে এক ছাতার তলায় আনা সম্ভব হবে। ভারতীয় খেলাধুলোয় এই বিলের তাৎপর্য অপরিসীম। তিনি আরও জানিয়েছেন, ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের জন্য বিড করবে ভারত। তার আগে জাতীয় ক্রীড়া বিল পাশ হওয়াটা জরুরি ছিল বলেই জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। এই বিল অনুযায়ী, প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে নিয়মিত কর্মসমিতির নির্বাচন করতে হবে। প্রতি বছর অডিট করতে হবে। নইলে তাদের স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া ট্রাইব্যুনাল গড়ে তোলা হবে। যেখানে ক্রীড়াভেত্রে যাবতীয় মামলার মীমাংসা করা হবে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় ক্রীড়া বিলে আগেই দু'টি সংশোধন করা হয়েছিল। এক— ভারত সরকারের কাছ থেকে যে সব ক্রীড়া সংস্থা আর্থিক সাহায্য নেবে, তারাই শুধু রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট বা আরটিআইয়ের আওতায় আসবে। দুই— জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি, সচিব বা কোষাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য প্রার্থীদের হয় সর্বোচ্চ স্তরের ক্রীড়াবিদ হতে হবে। নইলে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ন্যূনতম একটা টার্ম পূর্ণ করতে হবে। বা নিজের রাজ্যের অনুমোদিত সংস্থার সভাপতি, সচিব বা কোষাধ্যক্ষ হতে হবে।

আজ জিতলে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

লাল-হলুদের ভরসা সায়ন।

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার কলকাতা লিগে নামছে ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল। ডুরান্ড কাপে সিনিয়র দল দুর্দান্ত ছন্দে থাকলেও, ঘরোয়া লিগে খুব একটা ভাল খেলতে পারছে না লাল-হলুদ। এই পরিস্থিতিতে এবার সামনে রেলওয়ে এফসি।

৮ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তিন নম্বরে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার জিততে পারলে, শীর্ষে উঠে আসার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি সুপার সিক্সে ওঠার পথটা আরও সুগম হবে। যদিও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন কলকাতা লিগে কোচের দায়িত্বে থাকা বিনো জর্জ। সোমবার প্র্যাকটিসের পর তিনি স্পষ্ট জানালেন, বেশি দূরের কথা না ভেবে, ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চান।

বিনোর বক্তব্য, আমরা এই মুহূর্তে শুধু রেলওয়ে এফসি ম্যাচ নিয়েই ভাবছি। প্রস্তুতি খুব ভাল হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী। কাল ছেলেরা শুরু থেকেই তিন পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাবে। লিগের শুরু থেকেই ফুটবলারদের চোট-আঘাত ভোগাচ্ছে লাল-হলুদকে। ফলে রেলওয়ে এফসি ম্যাচেও সিনিয়র দলের কয়েকজন ফুটবলারকে দেখা যেতে পারে। আগের ম্যাচে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ১-০ গোলে হারালেও, শেষ মুহূর্তে কালীঘাটকে নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে রেফারি বঞ্চিত করেছিলেন। নইলে ম্যাচটা ড্র হতে পারত। তাই যে কোনও মূল্যে রেলওয়ে এফসি ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেতে মরিয়া লাল-হলুদ শিবির।

ভেনু বদল

প্রতিবেদন : বুধবার কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে মেসার্সার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মোহনবাগানের। এই ম্যাচটা হওয়ার কথা ছিল মোহনবাগান মাঠে। কিন্তু ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়াতে শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান বনাম মেসার্সার্স ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হল নৈহাটি স্টেডিয়ামে। সোমবার এক প্রেসবার্তায় জানিয়েছে আইএফএ।

মুক্ত রঞ্জন

প্রতিবেদন : স্বস্তি পেলেন রঞ্জন ভট্টাচার্য। কলকাতা লিগের ম্যাচের পর আইএফএ-র বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করে শাস্তির কবলে পড়েছিলেন সুরুচি সংঘের কোচ। যার জেরে দুই ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন তিনি। আইএফএ আরও জানিয়েছিল, নিজের মন্তব্য নিয়ে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে, গোটা মরশুমের জন্য নির্বাসিত করা হবে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষমা চেয়ে নেন রঞ্জন। সোমবারই নির্বাসন তুলে নেওয়া হল।

ইউনিফর্ম বিলি সাকার

ইয়েলিং, ১১ অগাস্ট : বড় তারকা হয়েও মাটি ভোলেননি বুকায়ো সাকা। তিনি ইলিংয়ের চারটি স্কুলে এক হাজার ইউনিফর্ম বিলি করলেন। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এইসব স্কুল পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আর্সেনাল তারকা।

যে চারটি স্কুলে সাকা ইউনিফর্ম বিলি করেছেন, তারমধ্যে এমন দুটি স্কুল রয়েছে যেখানে তিনি ছোটবেলায় পড়েছেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তাদের বাবা-মায়েরাও। আর্সেনালের তারকা ফুটবলার হলেও ইলিংকে ভোলেননি সাকা। এখানে তাঁর ছোটবেলার বাসস্থান। তিন বছর আগে এখানে তাঁকে ফ্রিডম অব বরো সম্মান দেওয়া হয়েছিল। এটা দেওয়া হয় ২০২০-তে ইউরো ফুটবলে ইংল্যান্ডের হয়ে অসাধারণ খেলার জন্য। এমনিতে আর্সেনালে যোগ দেওয়ার পর থেকেই চ্যারিটিতে মন দিয়েছেন ইংল্যান্ড তারকা। ২০২২-এ নাইজেরিয়ার কানোতে তিনি ছোটদের জন্য মেডিক্যাল চ্যারিটি করেছিলেন। সাকার বাবা-মা নাইজেরীয়। তিনি কখনও নিজের শিকড় ভুলতে চাননি।

স্কুল পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম দিচ্ছেন সাকা।

লিগে মহামেডানের প্রথম জয়

প্রতিবেদন : অবশেষে কলকাতা লিগে প্রথম জয়ের মুখ দেখল মহামেডান স্পোর্টিং। সোমবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে মেহেরাজউদ্দিন ওয়াডুর ফুটবলাররা ২-১ গোলে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ সাদার্ন সমিতিকে। ডুরান্ডের শেষ ম্যাচে বিএসএফকে হারিয়েছিল মহামেডান। ফলে এই নিয়ে চলতি মরশুমে প্রথমবার টানা দু'টি ম্যাচ জিতল সাদা-কালো বাহিনী।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিয়েছে মহামেডান। ৬ মিনিটেই ম্যাক্সিয়নের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। ডুরান্ডে বিএসএফের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর এই ম্যাচেও গোল পেলেন ম্যাক্সিয়ন। বিরতির সময় এক গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল মহামেডান। কিন্তু ৫৫ মিনিটেই গোল শোধ করে দেয় সাদার্ন। গোল করেন সাদার্নের সোয়েল আলি ওয়াহেব। তবে ম্যাচ ১-১ হওয়ার পরেও হাল ছাড়েনি মহামেডান। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিতীয় গোলের জন্য ঝাঁপান সজল-ম্যাক্সিয়নরা। ফলও পান হাতেনাতে। ৭৫ মিনিটে শুভেন্দু মালিকের গোলে তিন পয়েন্ট নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়ে মহামেডান।

গোলের উৎসব মহামেডানের।

জয়েই দৌড় শুরু আলকারেজের

সিনসিনাটি, ১১ অগাস্ট : বিশ্বের ৫৬ নম্বর দামির ঝুমহুরের সঙ্গে বিস্তর লড়ে সিনসিনাটি ওপেনের প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকালেন কার্লোস আলকারেজ। প্রথম রাউন্ডে তিনি জিতেছেন ৬-১, ২-৬ ও ৬-৩ সেটে। প্রথম সেট মাত্র ২৮ মিনিটে জিতে নিয়েছিলেন আলকারেজ। কিন্তু পরের সেটে প্রচুর ভুল করে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় সেটে নিজেকে ফিরে পেয়ে স্পেনের তরুণ ম্যাচ জিতে নেন ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিটে। পরে আলকারেজ বলেন, এটা রোলারকোস্টারের মতো ম্যাচ ছিল। তবে জিতে ভাল লাগছে। পরের ম্যাচে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এটিপি টুর্নামেন্টে টানা ১২ ম্যাচ জিতেছেন আলকারেজ।

রোহিতের নতুন ল্যাম্বারগিনির দাম ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। দুই সন্তানের জন্মতারিখ মিলিয়ে রাখলেন গাড়ির নম্বর

ট্রফির উন্মোচন • বিশ্বকাপ নিয়ে আশায় হরমন-স্মৃতিরা

দেশের মাটিতে জয়ের শপথ

মুম্বই, ১১ অগাস্ট : সোমবার উন্মোচিত হল মেয়েদের একদিনের বিশ্বকাপ ট্রফি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে শুরু হবে টুর্নামেন্ট। আর দেশের মাটিতে কাপ জিততে মরিয়া হরমনপ্রীত কৌররা।

ভারতীয় মেয়েরা এখনও পর্যন্ত একদিনের বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। ২০০৫ এবং ২০১৭ সালে ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। হরমনপ্রীত বলছেন, এবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হবে। পুরো দেশ আমাদের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। আমরাও আইসিসি ট্রফি খরা কাটানোর জন্য নিজেদের সেরাটাই দেব।

এদিনের অনুষ্ঠানে হরমনপ্রীত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন তারকা যুবরাজ সিং, মিতালি রাজ, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রডরিগেজ, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এবং বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়া। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে হরমনপ্রীত আরও বলেছেন, বিশ্বকাপ সব সময়ই স্পেশাল। আমরাও এই স্পেশাল ট্রফিটা মুঠোয় নিতে চাই। দেশকে গর্বিত করতে চাই। যুবি ভাইয়াকে (যুবরাজ) যখন দেখি, তখন কাপ জেতার প্রেরণা আরও তীব্র হয়।

ট্রফির পাশে বাঁদিকে যুবরাজ ও মিতালি। ডানদিকে হরমনপ্রীত, স্মৃতি, জেমাইমা। সোমবার।

মোট আটটি দেশ অংশগ্রহণ করছে এবারের বিশ্বকাপে। রাউন্ড রবিন লিগে প্রত্যেকটি দেশ একে অন্যের মুখোমুখি হবে। পয়েন্টের বিচারে শীর্ষ চারটি দল, সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ভারত অভিযান শুরু করবে উদ্বোধনী দিনে। প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে ভারত। হরমনপ্রীত বলছেন, এই সিরিজ আমাদের প্রস্তুতি এবং এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, তার স্পষ্ট ধারণা দেবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী।

সিরাজের ইয়র্কারই সেরা মুহূর্ত : সানি

নয়াদিল্লি, ১১ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের সাম্প্রতিক কালের সেরা মুহূর্ত বেছে নিলেন সুনীল গাভাসকর। সেটা হল ওভালে পঞ্চম দিনে গাস অ্যাটকিনসনকে করা মহম্মদ সিরাজের ইয়র্কার। তাতেই ১৭ রানে থেমে গিয়েছিল অ্যাটকিনসনের লড়াই। ভারত ৬ রানে টেস্ট জিতে সমতা ফেরায় সিরিজে।

শেষদিনে চার উইকেট দরকার ছিল ভারতের। সিরাজ বিধ্বংসী ভূমিকা নিয়ে একাই তিনটি উইকেট তুলে নেন। স্পোর্টসস্টার-এ নিজের লেখায় গাভাসকর বলেছেন, মনে রাখার মতো স্মৃতি হয়ে থাকবে সিরাজের ইয়র্কার। যাতে অ্যাটকিনসনের অফ স্ট্যাম্প ছিটকে গিয়েছিল। টেস্টে আগের মরশুম খারাপ যাওয়ার পর এটা নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় ক্রিকেটের সবথেকে সুখের মুহূর্ত।

ওভালে সিরাজের সেই ইয়র্কার।

বাংলাদেশ সফর বাতিল হওয়ার পর ভারতীয় বোর্ড যে শ্রীলঙ্কায় দল পাঠাচ্ছে না, তার প্রশংসা করেছেন গাভাসকর। তিনি মনে করেন ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দরকার। তাঁর কথায়, আগে এমন হয়েছে যে কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারকে ছাড়াই বিদেশে দল পাঠানো হয়েছে। যাতে সেই দেশগুলি ব্রডকাস্ট ও টিকিট বিক্রি থেকে সুবিধা নিতে পারে। সিনিয়র ও প্রতিষ্ঠিতরা যখন এইসব ট্যুরে না গিয়ে ব্রেক নেয় তখন নিজেদের জায়গা পাকা করতে যারা লড়ছে তারাই এইসব সফরে যায়। হয়তো ওদের শরীর তখন একটা ব্রেক চাইছিল। তাই বোর্ড যে শ্রীলঙ্কা সফর বেছে নেয়নি সেটা ভাল হয়েছে।

গাভাসকর মনে করেন পরের সফর থেকে টেস্টের মধ্যে আরও বিশ্রাম থাকা প্রয়োজন। বেন স্টোকস যেমন বলেছেন। এখন সফর সূচি এমনভাবে বানানো হয় যাতে সিনিয়র ও প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারদের একটা দিনও বেশি থাকতে না হয়। এতে ফর্ম হারানো ক্রিকেটারদের ছন্দে ফেরা ও দলের জন্য অবদান রাখতে সমস্যা হয়। প্রতিষ্ঠিতরা জানে যাই হোক না কেন জায়গা থাকবে। তারা তাই টেস্ট শেষ করেই বাড়ি ফিরতে চায়।

গোটা সিরিজে বুমরা থাকলে জিতত ভারত

দাবি বেঙ্গসরকারের

মুম্বই, ১১ অগাস্ট : জসপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। তাঁর দাবি, বুমরা যদি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সব ক'টা টেস্ট খেলতেন, তাহলে সিরিজ জিতত ভারত।

বেঙ্গসরকার বলেছেন, আইপিএলে কত রান করেছ বা কটা উইকেট নিয়েছ, সেটা কেউ মনে রাখে না। কিন্তু মানুষ ইংল্যান্ড সিরিজে সিরাজের সিংহহৃদয় পারফরম্যান্সের কথা মনে রাখবে। মনে রাখবে, শুভমন, রাহুল, যশস্বী, পন্থের দুরন্ত পারফরম্যান্স। জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সও কেউ ভুলবে না। তাঁর আক্ষেপ, বুমরা যদি পাঁচটা টেস্টেই খেলত, তাহলে আমার বিশ্বাস, ভারতই সিরিজ জিতত। এমন সিরিজ চার বছরে একবার আসে।

বেঙ্গসরকার আরও বলেন, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের গুরুত্ব এবং বুমরার পিঠের ব্যথার কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল বোর্ড, নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্টের। ওদের উচিত ছিল বুমরাকে বলা যে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়াও। কারণ এমন একটা আইকনিক সিরিজে পুরো ফিট এবং তরতাজা বুমরাকে আমাদের দরকার ছিল। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সংযোজন, আমি যদি জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হতাম, তাহলে সরাসরি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে কথা বলতাম। ওঁকে বোঝাতাম, ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য বুমরাকে আইপিএলে বিশ্রাম দেওয়া জরুরি। অথবা প্রস্তাব দিতাম, বুমরাকে যতটা

সম্ভব কম আইপিএল ম্যাচ খেলানোর। আমি নিশ্চিত, ওঁরা আমার প্রস্তাব মেনে নিতেন।

এদিকে, শেষ টেস্টের আগে ওভালের পিচ কিউরেটর লি ফোর্টিসের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। যা নিয়ে ম্যাথু হেডেন বলেছিলেন, গম্ভীরের উচিত ছিল আরও সংযত ভাষায় পিচ কিউরেটরের সঙ্গে কথা বলা। এই বিতর্কে গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়ে বেঙ্গসরকার বলেছেন, এই একই কাজ যদি পিচ কিউরেটর হেডেন বা অন্য কোনও অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে করতেন, তাহলে অস্ট্রেলীয়রা আরও খারাপ শব্দের প্রয়োগ করত।

পাকিস্তানের হার

■ **ত্রিনিদাদ :** পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে পাঁচ উইকেটে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ৩৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭১ রান তুলেছিল পাকিস্তান। ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে জেতার জন্য ৩৫ ওভারে ১৮১ রান তুলতে হত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। রস্টন চেজ এবং শেরফানে রাদারফোর্ডের সৌজন্যে ১০ বল হাতে রেখেই জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। ৩৩ বলে ৪৫ করেন রাদারফোর্ড। ৪৭ বলে অপরাজিত ৪৯ চেজের।

বিরাটরা হয়তো এ ম্যাচে

মুম্বই, ১১ অগাস্ট : প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁদের শেষবার দেখা গিয়েছিল ২০২৫ আইপিএলে। তারপর থেকে আর ম্যাচ খেলেননি বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। ফলে যা পরিস্থিতি তাতে অস্ট্রেলিয়ায় ১৯-২৫ অক্টোবরের একদিনের সিরিজে তাঁদের হয়তো ম্যাচ না খেলেই মাঠে নামতে হবে।

বাংলাদেশ সিরিজ বাতিল হওয়ায় দুই মহাতারকার সামনে এখন পড়ে আছে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজ। ভারত সেখানে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে। এর আগে ভারত-অস্ট্রেলিয়া এ দলের ম্যাচ রয়েছে সেপ্টেম্বরে। তিনটি একদিনের ম্যাচ কানপুরে হবে ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৩ ও ৫ অক্টোবর। এইসময় আবার ভারতের টেস্ট দল আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ম্যাচ প্র্যাকটিস সেরে নিতে রোহিত-বিরাট এ ম্যাচে খেলবেন কিনা সেটা এখন বড় প্রশ্ন।

আইপিএলের বাইরে রোহিত ও বিরাট শেষ টুর্নামেন্ট খেলেছেন দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত রোহিতের নেতৃত্বে ট্রফি নিয়ে ফিরেছিল। বিরাট বর্তমানে লন্ডনের বাসিন্দা। সম্প্রতি সেখানে তাঁর প্রস্তুতি শুরু করার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে। রোহিতও শুভমনদের টেস্ট সিরিজের সময় ইংল্যান্ডে ছিলেন। তবে মুম্বইয়ে ফিরে এসেছেন। নেটও শুরু করে দেবেন বলে খবর।

অস্ট্রেলিয়া সফরে দুই মহাতারকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার জল্পনা হাওয়ায় উড়ছে। কিন্তু বোর্ড সূত্র জানিয়েছে এখনও সেরকম কোনও খবর নেই। ফলে, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর দেশের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে একদিনের হোম সিরিজেও তাঁদের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সিরিজ শুরু হবে ৩০ নভেম্বর। এদিকে, বিজয় হাজারে ট্রফি শুরু হবে ২৫ ডিসেম্বর। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু তার মধ্যেই আবার নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তিনটি একদিনের ম্যাচ রয়েছে ১১, ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি। ফলে চাইলেও রোহিত-বিরাট হাজারে ট্রফিতে দু-তিনটির বেশি ম্যাচ খেলতে পারবেন না।